সূচিপত্র।

নির্ঘণ্ট	॥৶০	পত্রাঙ্ক।

আত্মসম্পর্কীয় প্রকরণঃ।

প্রশ্ন প্রত্যুত্তর

ঐ সম্পর্কের দ্বিতীয় পাঠ।

আত্ম সম্পর্ক সমাপ্তঃ।

তৃতীয় খণ্ডারম্ভঃ।

মৈত্র প্রকরণারম্ভঃ

দ্বিতীয় প্রকরণ।

বিষয়। ॥৫॰ পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট		পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

গুরু শিষ্যের প্রতি প্রত্যুত্তর পত্র লিখিবার ধারা।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ২ পত্র।

নিত্যকুশলাকাঙ্ক্ষিণ শ্রীশিবশঙ্কর দেবশর্ম্মণ পরম শুভাশীর্যুক্ত জয়বরা বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ ভবতঃ কায়িক বাচিক মানসিক সকলাভীষ্ট সিদ্ধার্থ কামনা পরদেবতা সমীপে অনবরত প্রার্থনা করণে অস্মাকঞ্চ পরমানন্দ স্থিতি। পরে তব প্রণতি পূর্ব্বক বচন বাচনপত্রী প্রাপ্তি মাত্র পরমোল্লাস সংপ্রাপ্ত হইলাম একণে তদ্দেশে গমন প্রয়োজন তথা বৈশাখমাসের ত্রয়োদশ দিনে গমন কালীন সর্ব্বাগ্রতা তব মনোভিলাষ পরিপূর্ণতা রূপ সমাপনান্তর গমন হইবেক।

শিরনামা।

সদানুগ্রহ প্রিয় পরমেস্ত্রিয় শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বাবাজীউ মনোভিলাষ পূরেষু।

শ্রীগুরু চরণে শিষ্যের পত্র লিখিবার ধারা।

সামান্য পাঠ। ৩ পত্র।

সেবকানু সেবক শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ।

শত সাহস্রিক প্রণামা নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ ধ্যান সদা সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে দাসানুদাসের ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল হয় নিশেষঃ।

পরে আমার মধ্যম পুত্রকে মন্ত্র প্রদানের কারণ ২৪ ফাল্গুণ শুক্রবার এ বাটীতে পদার্পণ করিবেন সাক্ষাৎকার সকল নিবেদন করিব ইতি তারিখ ২ মাঘ।

শিরনামা।

পরম পুজনীয় শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

গুরু শিষ্যের প্রতি পত্র লিখিবার ধারা।

সামান্য পাঠ। ৪ পত্র।

সদা শুভানুধ্যায়ী শ্রীশিবশঙ্কর দেবশর্ম্মণঃ।

পরম মহোন্নতি বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল কামনা সদা সর্ব্বদা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ হয় বিশেষ। পরে তোমার পত্রের দ্বারা সমাচার জ্ঞাত হইয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম আর আমাকে আপন বাটীতে যাই বার বিষয় লিখিয়াছেন তাহা অবশ্য যাইব আপনি আগমন করিবেন ইতি তারিখ ১৪ মাঘ। শিরনামা।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ বাবাজীউ
পরম কুশলেষু।

গুরু পত্নীকে শিষ্যের উক্তি।

গুরুপত্নীকে শিষ্যের পত্র লিখিবার ধারা।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ৫ পত্র।

শ্রীপাদ পঙ্কজ ধ্যানহীন শ্রীরামমোহনস্য শর্ম্মণঃ।
প্রণামানন্তর নিবেদনঞ্চাদৌ এ আজ্ঞানুকারি জনার নিস্তার কারণ অপার সংসারার্ণব পারাবার তরণী শ্রীচরণধ্যান জ্ঞান লোচন জ্ঞানাঞ্জন প্রদান করিতেছেন তদর্থে মঙ্গল বিশেষঃ। শিরনামা।

শ্রীচরণ শশীজ্যোতিঃ প্রকাশ মনঃ তিমির নাশিনী
শ্রীমতী ঈশ্বরী গুরুপত্নী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ মনোচকোর মকরন্দ পানেষু।

শিষ্যকে গুরুপত্নী প্রত্যুত্তর লিখিবার ধারা।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ৬ পত্র।

তব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী।
পরম শুভাশীর্ষাং রাশয়ঃসন্তু তোমার মঙ্গলানন্দ মনঃ সঞ্চয়ার্থে আশু বরার্পণ করিতেছি তদর্থে অত্রানন্দ হয় বিশেষ। শিরনামা।

সদা সুখাভিলাষঃসন্তু শ্রীযুত রামমোহন চট্টোপাধ্যায়
যশোভাগ্যোদয়েষু।

ঐ পরিজের সামান্য পাঠ। ৭ পত্র।

সেবকস্য সেবক শ্রীরাধাবল্লভ দাসবসু।

প্রণামানন্তর নিবেদনঞ্চাগে আপনার শ্রীচরণ ধ্যানাস্ত দাসানুদাসের পারত্রিকের নিস্তার পরং তদর্থে এখানকার মঙ্গল হয় বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরমপূজনীয় শ্রীমতী গুরুপত্নী মাতাঠাকুরাণী শ্রীপাদ পঙ্কজ ধ্যানাবলম্বিষেু।

ঐ সামান্য পাঠের প্রত্যুত্তর। ৮ পত্র।

অবশ্য পালনীয়া শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ বাবাজীর মঙ্গলার্থে বর প্রদান নিযুক্ত করিতেছি তদর্থে অত্রানন্দ বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বসু বাবাজী চিরজীবেষু।

গুরুপুত্রকে শিষ্যদের পত্র লিখিবার ধারা।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ৯ পত্র।

শ্রীপদ পঙ্কজ ধ্যায়ীন শ্রীনীলমণি দেবশর্ম্মণঃ।

প্রণামান্তর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ পাদ পঙ্কজ মনঃ ভৃঙ্গ মকরন্দ পানাসক্ত মত্তরূপে ভ্রমণ করিতেছি তদর্থে সানন্দ বিশেষঃ।

শিরনামা।

অপার সংসার সিন্ধু তরণীরূপ শ্রীশ্রীঠাকুর পুত্র ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ কমলে মনোর্পিতেষু।

গুরুপুত্র শিষ্যকে প্রত্যুত্তর লিখিবার ধারা।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ১০ পত্র।

ভবন্মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ শ্রীরাধাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ।

পরম শুভাশীষাং রাশয়ঃসন্তু তোমার সুখাভিলাষানন্দ প্রদানার্থে বরার্পণ করিতেছি তদর্থে কুশলম্বিশেষঃ।

শিরনামা ;

বৃদ্ধায়ুষঃসন্তু শ্রীযুত নীলমণি মুখোপাধ্যায়।
যশোভাগেষু ;

ঐ পত্রের সামান্য পাঠ।

১১ পত্র।

ভৃত্যানুভৃত্য শ্রীনীলমণি দাস ঘোষ।
প্রণামানন্তর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ ধ্যানংস্তে দাসানুদাসের সদা সানন্দ বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীঠাকুর পুত্র মহাশয়
শ্রীচরণ পঙ্কজে মনোর্পিতেষু।

ঐ সামান্য পাঠের প্রত্যুত্তর। ১২ পত্র।

প্রতিপাল্য শ্রীরাধাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মঙ্গলার্থে সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণ করিতেছি তদর্থে সানন্দ বিশেষ ইতি।

শিরনামা।

পরম কল্যাণী শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ
ভাইজী চিরঞ্জীবেষু।

গুরুর পিতামহ ও গুরুর মাতামহ এই দুই পরাৎপর
গুরু চরণে পৌত্রের শিষ্য ও দৌহিত্রের শিষ্য
এই দুই ব্যক্তির পত্র লিখিবার ধারা।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ১৩ পত্র।

শ্রীপদপঙ্কজ মনোজ সরোজে বিরাজ বাঞ্ছিত শ্রীগোপী মোহন দেবশর্ম্মণঃ প্রণামানন্তর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ ধ্যান করণৈঃ এদীন দাসের মঙ্গল বিশেষ ইতি।

শিরনামা।

হৃদিকমলাবস্থিত মনোরঞ্জনীয় পরাৎপর পদার্থ
শ্রীশ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মধ্যম ঠাকুর
মহাশয় শ্রীপদ পঙ্কজেষু।

ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর।

গুরুর পিতামহ ও মাতামহের উক্তি।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ১৫ পত্র।

ভবৎ সুখাভিলাষাকাংক্ষিণ শ্রীশিবশঙ্কর দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীষাঃ রাশয়ঃসন্তু পরং তোমার অভুষ্টশর্মা কুশাঙ্কুরাঙ্কুরে নিরন্তর হৃষ্টান্তরে বর প্রদান করিতেছি তদর্থে অত্রানন্দ বিশেষ ইতি।

শিরনামা।

সর্ব্বদা কুশলঃসন্তু শ্রীগোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়
মনোভীষ্ট সিদ্ধেষু।

গুরুর পিতামহ ও মাতামহকে পত্র লিখিবার ধারা।

পৌত্রের শিষ্য ও দৌহিত্রের শিষ্যের উক্তি।

সামান্য পাঠ ১৫ পত্র

ভৃত্যানুভৃত্য শ্রীরাধাচরণ দাস দেবস্য প্রণামা শতকোটি নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ দাসানুদাসের অহিক পারত্রিকের নিস্তার পরং তচ্ছেভে অস্মাকং মঙ্গলং বিশেষ। শিরনামা।

পরম পূজনীয় মৎপ্রার্থনীয় শ্রীশ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন
ভট্টাচার্য্য মধ্যম ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ
সরসিরুহরাজেষু।

ঐ সামান্য পত্রের প্রত্যুত্তর।

গুরুর পিতামহ ও মাতামহের উক্তি। ১৬ পত্র।

ভবৎ শুভানুকাংক্ষিণ শ্রীরত্নেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পরম সুখা-

ভিলাষরঃসন্তু পরং তোমার অচলা কমলা সর্ব্বদা সফলা গিরিবালা পাদোপান্তে একান্তে প্রার্থনা করিতেছি তস্মেতে ভদ্রানন্দ বিশেষ ইতি। শিরনামা।

সদা শুভাদৃষ্ট বিশিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠান্তঃকরণ মৎ প্রতিপালক

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাচরণ সরকার।

চিরজীবেষু।

গুরুর শ্বশুরের পিতা ও গুরুর পিসেব পিতা ও গুরুর
মেসোর পিতা ইত্যাদি লোককে পুত্রের জামা
তার শিষ্য ও শ্যালকপুত্রের শিষ্য এবং
শালীপুত্রের শিষ্য এই কয়েক
ব্যক্তির পত্র লিখিবার ধারা।
উৎকৃষ্ট পাঠ। ১৭ পত্র।

অনিত্য বিষয়াভিলাষ পাশ বিনাশ নিমিত্ত শ্রীচরণাশ্রিত ভৃত্যানুভৃত্য শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মণঃ প্রণামাসংখ্য নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণোপান্তে একান্ত ধ্যানান্তে অশান্ত মনঃ শান্ত করিতেছি কস্মেতে ভদ্রানন্দ বিশেষ।

শিরনামা।

পরমজ্ঞান ধ্যান কল্পনীয় শ্রীশ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার
ভট্টাচার্য্য মধ্যম ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণে
মনোর্পিতেষু।

ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর।

উপরের লিখিত পুত্রের জামাতা প্রভৃতির শিষ্য
দিগকে পত্র লিখিবার ধারা।
গুরুর শ্বশুরের পিতা ও গুরুর পিসেব পিতা ও গুরুর
মেসোর পিতা ইত্যাদির উক্তি।
উৎকৃষ্ট পাঠ। ১৮ পত্র।

ভবানন্দ কুশলাকাংক্ষিণ শ্রীরামনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ

পরম সুখাভিলাষঃসন্তু পরং তোমার মনোভীষ্ট প্রকৃষ্টরূপ সিদ্ধার্থে আত্মতন্ত্রে চিত্রার্পিত দ্বারা নিত্য বরার্পণ করিতেছি এতদর্থে অত্র শুভম্বিশেষ।

শিরনামা।

অশেষ গুণযুক্ত ইষ্ট পদাভিষিক্ত ভক্তজন
শ্রীল শ্রীযুক্ত রামগোপাল মুখোপাধ্যায়
দীন প্রকাশ যশোভাগোদয়েষু।

উপরের লিখিত গুরুর শ্বশুরের পিতা ইত্যাদিকে
পত্র লিখিবার ধারা।

পুত্রের জামাতাদির উক্ত।

সামান্য পাঠ। ১৯ পত্র।

দাসানুদাস তদ্দাস শ্রীগৌরীবিলাস দেবশর্ম্মণঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক প্রণামানন্ত সবিনয় নিবেদনঞ্চাগে শ্রীশ্রীযুক্ত আরাধ্য দেব্য তস্য শ্রীপাদ পল্লবদ্বয় আশ্রয় মাত্রে অত্র শুভ বিশেষ।

শিরনামা।

গতি মতি বিহীন দীন দুরিত ভঞ্জন বন্ধ
শ্রীশ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য তৃতীয় ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

ঐ ভাষা পত্রের প্রত্যুত্তর।

উপরের লিখিত ঐ পুত্রের জামাতার শিষ্য
ইত্যাদিকে
গুরুর শ্বশুরের পিতা ইত্যাদি পরিচেয় উক্তি
লিখিবার ধারা।

সামান্য পাঠ। ২০ পত্র।

নিত্যাশীর্ব্বাদক তব অতুল বৈভব চিন্তাকারী শ্রীগৌরী শঙ্কর দেবশর্ম্মনঃ পরম পৌরুষান্বিত সৌভাগ্য প্রকাশয়ঃসন্তু

পরং তোমার পরম কল্যাণ পরাৎপর পূজাঙ্কে প্রত্যাবধি প্রার্থনা পূর্ব্বক অত্র পরমাপ্যায়িত বিশেষ।

শিরনামা।

সর্ব্ব গুণাবলম্বিত স্বধর্ম্ম পরিপালিত সুপ্রতিষ্ঠিত
শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরীবিলাস গঙ্গোপাধ্যায়
পরম ভাগবতেষু।

গুরুর পিতামহী ও গুরুর মাতামহী ও গুরুর শ্বশুরের
মাতা ও গুরুর পিসের মাতা ও গুরুর মেসোর
মাতা ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার ধারা।

পৌত্রের শিষ্য ও দৌহিত্রের শিষ্য ও পুত্রের জামাতার
শিষ্য ও পুত্রের শ্যালকপুত্রের শিষ্য ও পুত্রের শালী
পুত্রের শিষ্য এই কয়েক ব্যক্তির উক্তি।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ২১ পত্র।

দুরন্ত কৃতান্ত প্রশান্ত জন্য শ্রীচরণোপান্ত নিবাসী শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ পরম চরণান্ত ভাবার্থ তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক প্রণমামি শতকোটি নিবেদনঞ্চাদৌ হৃদয় পঙ্কজ তিমির দলিত তব শ্রীচরণারুণ ধ্যান জ্ঞান সেবন মাত্রে অত্র পরমার্থ তত্ত্ব প্রাপ্তৌ বিশেষ।

শিরনামা।

দুস্তার সংসার পারকারিণী শ্রীচরণ তরণী প্রদায়িনী
পরমগুরু প্রসবিনী শ্রীশ্রীপরাৎপরা গুরুপত্নী
মাতা ঠাকুরাণী সংযমন প্রদায়িনী মমার্চ্চনেষু।

ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর।

উপরের লিখিত ঐ সকল পৌত্রের শিষ্য প্রভৃতিকে
পরাৎপর গুরুপত্নীদের পত্র লিখিবার ধারা।

পরাৎপর গুরুপত্নীদের উক্তি। ২২ পত্র।

মেরুদণ্ডোদ্ভবা মুরারি বল্লভা স্বভাব অভাব ভাবাক্রমে

তদাশ্রমে বিরাজমানা প্রার্থনা কারিণী শ্রীমতী তারিণী দেবী পরম শুভলাভান্তর বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তব অতুল গৌরবোদ্ভব ভবদুত্তর ভাগ্যোদয়ে ভাস্করন্যায় প্রকাশ করিতেছেন দৃষ্টি মাত্রে মনোভীষ্টোদয়োচন প্রফুল্লোজ্জ্বল সফলম্বিশেষ।

শিরনামা।

সর্ব্ব শাস্ত্রাবসক্ত অশেষ গুণাবলঙ্কৃত ইষ্টভক্ত শ্রীল
শ্রীযুক্ত মুক্তারাম তর্কচূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহৈব
প্রতিপালকেষু।

উপরের লিখিত গুরুর পিতামহী ও গুরুর মাতামহী
ও গুরুর শ্বশুরের মাতা ইত্যাদি পরাৎপর গুরু
পত্নীদিগকে পত্র লিখিবার ধারা।

উপরের লিখিত পৌত্রের শিষ্য ও দৌহিত্রের
শিষ্য ও পুত্রের জামাতার শিষ্য ইত্যাদি
কয়েক ব্যক্তির উক্তি।

সামান্য পাঠ। ২৩ পত্র।

ভৃত্যানুভৃত্যস্য ভৃত্য শ্রীআত্মারাম দাস মিত্রস্য প্রণামা শতকোটি নিবেদনঞ্চাগে শ্রীমতী ঠাকুরাণী শ্রীচরণোপান্ত একান্ত চিন্তা পূর্ব্বকে এ দুরিতের ইহ পরকাল পবিত্র হন্ন বিশেষ।

শিরনামা।

অন্যান্যগতি মৎপ্রতি আশীর্ব্বাদকর্ত্রী শ্রীশ্রীপরাৎপর
মধ্যম গুরুপত্নী মাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণারবিন্দেষু।

ঐ ভাষা পাঠের প্রত্যুত্তর।

পৌত্রাদির শিষ্য প্রতি পত্র লিখিবার ধারা।

উপরের লিখিত গুরুর পিতামহী ইত্যাদি উক্তি।

। ২৪ পত্র।

প্রত্যাবধি পরাৎপর অর্চ্চনানন্তর নিরন্তর আশীর্ব্বাদ

প্রদায়িনী শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী পরম কুশলঃসন্তু বিজ্ঞাপনঞ্চ আগে তবৈব কুশলাভ্যান্তরে অত্র কুশলবিশেষ।

শিরনামা।

সদা সাধুসঙ্গ প্রিয় সদা সদাশ্রিত পরম কল্যাণীয়
শ্রীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ কণ্ঠাভরণঃ মমৈব স্মরণ
বাঞ্ছিতেষু।

গুরুর পিতাকে পুত্রের শিষ্যদের পত্র লিখিবার ধারা।

পুত্রের শিষ্যের উক্তি। উৎকৃষ্ট পাঠ। ২৫ পত্র।

শ্রীচরণোপান্ত প্রিয় শ্রীপ্রতাপনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ, প্রণম্য সন্তু পরমভক্ত্য প্রাপ্তার্থ নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীশ্রীপরমগুরু ঠাকুর মহাশয় পরমাশীর্ব্বাদ কুশলানিদৌ কলাংশে দীনদাসের মানস পরিপূর্ণ হয় বিশেষ।

শিরনামা।

পরম জ্ঞানোর্ম্মিত কৃপাবলম্বিত নিত্যাশ্রু পূজিত
শ্রীপরমগুরু ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ কমল চিহ্নেষু।

প্রত্যুত্তর।

পুত্রের শিষ্যকে পাঠ লিখিবার ধারা।

গুরুর পিতার উক্তি।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ২৬ পত্র।

তদৈব যশঃ পৌরুষ প্রকাশ প্রিয়াশীর্ব্বাদাবলম্বিত শ্রীপদ্মলোচন দেবশর্ম্মণঃ পরম কুশলঃসন্তু বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মহোন্নতি পাণ্ডিত্য প্রভৃতি প্রত্যাশা করিতেছেন তাহাতে অত্র শুভ বিশেষ।

শিরনামা।

পরমপদ তারক আত্মক প্রাণাধিক প্রাণাধিক
সেবক সৎ প্রতিপালক শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রতাপ
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় চিরঞ্জীবেষু।

ঐ উপরের লিখিত

গুরুর পিতাকে পুত্রের শিষ্যের পত্র লিখিবার ধারা।

পুত্রের শিষ্যের উক্তি।

সামান্য পাঠ। ২৭ পত্র।

সেবকানু সেবক শ্রীমুকুন্দরাম দাসবধু প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ ধ্যান পুর্ব্বক এ ভৃত্যানুভৃত্যের ঐহিক পারত্রিকের নিস্তার বিশেষ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয় পুজনীয় শ্রীশ্রীগুরুঠাকুর
মহাশয় শ্রীপাদ পদ্মেষু।

ঐ সামান্য পাঠের প্রত্যুত্তর।

পুত্রের শিষ্যের প্রতি গুরুর পিতার পত্র লিখিবার ধারা।

গুরুর পিতার উক্তি।

। ২৮ পত্র।

অবশ্য পুষ্যাশীর্ব্বাদক শ্রীতারাচরণ দেবশর্ম্মণঃ পরমায়ুযঃসন্তু বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার সৌভাগ্যোদয় যশঃ প্রেমানার্থে বাঞ্ছা করিতেছি তদর্থে অত্রানন্দ বিশেষ।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম ঘোষ
সানন্দ বিলাসেষু।

গুরুর মাতুল ও গুরুর শ্বশুর ও গুরুর মেসো ও
গুরুর পিসে এই কয়েক গুরুলোককে
পত্র লিখিবার ধারা।

উপরের লিখিত

ঐ গুরুর ভাগিনেয় প্রভৃতির শিষ্যদের উক্তি।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ২৯ পত্র।

তবাশ্রিত জন শ্রীচরণারবিন্দে মকরন্দ পানানন্দাকুল অলিকুল স্বরূপ শ্রীরূপ নারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ বসুমতি লুণ্ঠনা

ভিসিক্ত প্রণতি সংখ্যাতিরিক্ত নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ স্মরণ ধ্যান জ্ঞানোৎপলে আকর্ষণ মাত্রানুসারে অত্র শুভবিশেষ। শিরনামা।

প্রচণ্ড কালদণ্ড খণ্ডন জনাশ্রিয়ং পরম পূজনীয়স্থ
পূজনীয় শ্রীশ্রীতর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাম
ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ সরসিরুহরাজেষু।

গুরুর মাতাকে পুত্রের শিষ্যের পত্র লিখিবার ধারা।

পুত্রের শিষ্যের উক্তি।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ৩০ পত্র।

শ্রীচরণ প্রয়ানকারা দাসানুদাস শ্রীহরিমোহন দেবশর্ম্মাঃ প্রণম্য নমস্কৃত প্রত্যক্ষে কটাক্ষাবলোকনাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্তি কামার্থে নিবেদনাঞ্চাদৌ শ্রীশ্রীমহাগুরুপত্নী মাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণ স্মরণ করণৈঃ অজ্ঞান তিমিরোত্তীর্ণ পূর্ব্বকে অপূর্ব্ব জ্ঞানাঙ্কুর মনসোদয়াচলে উদয়বিশেষ।

শিরনামা।

ধর্ম্মাদি চতুষ্টয় সদা পরমাশ্রয় প্রদায়িনী পরাৎপর প্রস-
বিনী শ্রীশ্রীগুরুমাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণ তরণী
ভবার্ণবোত্তীর্ণ সম্ভাবনেষু।

উৎকৃষ্ট পাঠের প্রত্যুত্তর।

পুত্রের শিষ্যকে গুরুর মাতার পত্র লিখিবার ধারা।

গুরুর মাতার উক্তি। ৩১ পত্র।

অচ্যুতানন্দ অর্চ্চনোত্তর অতুল বৈভববর প্রাপ্ত্যোদ্ভব বর দায়িক শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী পরম কুশলঃসন্তু বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার সৌভাগ্য প্রকাশার্থে স্বত্বগুণাবলম্বিত প্রকৃতি রমা পরমানন্দে বিশ্রামে ভবাশ্রমে বিরাজমানা তদৈস্তে অত্রানন্দ বিশেষ।

শিরনামা।

প্রাণাধিকাঅর্জ্জ আশীর্ব্বাদ সরোসিজ আকাংক্ষিত জন
সৌভাগ্যন শ্রীযুত হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
পরমাত্মতত্ত্বে প্রমত্তেষু।

গুরুর মাতা ঠাকুরাণীকে পত্র লিখিবার ধারা।
পুত্রের শিষ্যের উক্তি। সামান্য পাঠ। ৩২ পত্র।

অনিত্য সংসারার্ণবোত্তীর্ণ পদাবনত ভৃত্যানুভৃত্যস্য শ্রীভ
বানন্দ দত্তস্য প্রণাম সংখ্যাতিরিক্ত নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর
শ্রীচরণসরোজে মনঃ মধুকর নিরন্তর ভৃঙ্গান্তর্ব্বিশেষ।

শিরনামা।

প্রচণ্ড তপনাত্মজ সঙ্কোচ সংহারক পরম
পূজনীয়া শ্রীশ্রীগুরুমাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ শরণাকাংক্ষিতেষু।

ঐ সামান্য পাঠের প্রত্যুত্তর।
পুত্রের শিষ্যদিগকে পত্র লিখিবার ধারা।
গুরুর মাতার উক্তি। ৩৩ পত্র।

অতুল বৈভব ভবন্ত ভাবিনী শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী
শ্রীশ্রীঈশ্বরদত্ত পরম মহত্বলাভঃসহ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার
মঙ্গল পূর্ব্বকে অত্রমঙ্গল বিশেষ। শিরনামা।

সাধনার্ণব সিঞ্চিতজন স্মরণকারী শ্রীযুত ভবানন্দ দাস
দত্ত পরম কল্যাণবরেষু

গুরুর মাতুলানী ও পিসী এবং মাসী এই কয়েক মহা
গুরুপত্নীদিগকে পত্র লিখিবার ধারা।
ভাগিনেয় জামাতা ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভগিপুত্রের
শিষ্য এই কয়েক ব্যক্তির উক্তি।
উৎকৃষ্ট পাঠ। ৩৪ পত্র।

পরমপদ দর্শিতজন সেবিত শ্রীপদারবিন্দ বাঞ্ছিত শ্রীরমা

নাথ দেবশর্ম্মণঃ জন্মজন্মার্জ্জিত পাতিত্য নিবারণ নিমিত্ত পদাবনত পূর্ব্বক শত২ নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রেয় আশীর্ব্বাদে নিয়ত শ্রীচরণাশ্রিতের সর্ব্বাশ্রয় শুভম্বিশেষ।

শিরনামা।

ভবঘোরভীষণ নাশন কারণ শ্রীচরণ স্মরণাবলম্বনদাত্রী পরাৎপর পরাকর্ত্রী শ্রীশ্রীপরম গুরুপত্নী মাতা ঠাকুরাণী পারত্রিক নিস্তারেষু।

ঐ উৎকৃষ্ট পাঠের প্রত্যুত্তর।

ভাগিনেয় এবং জামাতার শিষ্য ইত্যাদি উপরের লিখিত এই কয়েক ব্যক্তিকে পত্র লিখিবার ধারা।

উপরের লিখিত গুরুরমাতুলানী এবং শাশুড়ী ইত্যাদি কয়েক ব্যক্তি মহাগুরুপত্নীর উক্তি। ৩৫ পত্র।

সদা সর্ব্বদা শ্রীকান্ত শ্রীচরণারবিন্দ সেবিতা কমলাচরণ পরিপালিতা শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী পরম সুখাভিলাষোদ্ভব ভাগাবর বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তব শুভসাভাস্তরে মমৈব কুশলম্বিশেষ। শিরনামা।

ক্ষীরোদার্ণবোদ্ভবাপাঙ্গ পাণি বল্লভা স্থিরতনাইনং বৈভবাকীর্ণ মমৈব প্রতিপালনকারী শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরম কল্যাণবরেষু।

উপরের লিখিত।

গুরুর মাতুলানী শাশুড়ী প্রভৃতি ইত্যাদি মহাগুরুপত্নীদিগকে পত্র লিখিবার ধারা।

ভাগিনেয় এবং জামাতার শিষ্য ইত্যাদির উক্তি।

সামান্য পাঠ। ৩৬ পত্র।

সেবকানুসেবক শ্রীরামদুলাল দাসবসু।

প্রণাম শত সহস্র নিবেদনঞ্চাগে শ্রীশ্রীঠাকুরাণীর শ্রীচরণ ধ্যান পূর্ব্বক এ দাসানুদাসের সর্ব্বাত্রিক মঙ্গল হয় বিশেষ।

শিরনামা।

শ্রীশ্রীপরম গুরুপত্নী মধ্যমা মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণারবিন্দদ্বয়েষু।

ঐ সামান্য পাঠের প্রত্যুত্তর।

গুরুর মাতুলানী এবং শাশুড়ী ইত্যাদি মহাগুরুপত্নীর
উক্তি। ৩৭ পত্র।

ভক্তিরত্ন ভরণাকাংক্ষিণী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী।
পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺
স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ হয় বিশেষ।

শিরনামা।

পরম কল্যাণীয় সদাশ্রিয় স্বধর্ম্মপ্রিয় শ্রীযুক্ত রামদুলাল
বসু সরলান্তঃকরণেষু।

গুরুর ভগ্নীপতির শ্যালিপতির শিষ্য ইত্যাদির উক্তি।
। ৩৮ পত্র।

নিতান্ত পদাবনত ভৃত্য শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ।
প্রণামা পরমতত্ত্ব জন্যনিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ স্মর
ণাভরণ গ্রহণমাত্রে অত্র শুভ বিশেষ।

শিরনামা।

আরাধীয় পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠ মুখোপাধ্যায় ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণ কমলোপান্তেষু।

ঐ উৎকৃষ্ট পাঠের প্রত্যুত্তর।

উৎকৃষ্ট পাঠ।

উপরের লিখিত শ্যালকের শিষ্যদিগের পত্র লিখি-
বার ধারা।

গুরুর ভগ্নীপত্যাদির উক্তি। ৩৯ পত্র।

নাগরাজ বিরাজকারজনার বৃন্দানন্দিত প্রমদা বরদা তব
ইব সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ প্রদায়ক অচ্যুতানন্দ দেবশর্ম্মণঃ পরম

মঙ্গলঃসন্ত বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার বিপক্ষ পক্ষ প্রত্যক্ষ
·····ক্তি স্বাপক্ষপক্ষে জয়তি শ্রীশ্রী৺ করিতেছেন শ্রুতমাত্রে
ত্র শুভ বিশেষ।

শিরনামা।

পরম প্রিয়বর পদাবিন্দানন্দিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ চট্টো-
পাধ্যায় কমলানুগৃহীতেষু।

উত্তরের লিখিত।

ঐ গুরুর ভগ্নীপতি এবং শ্যালক ইত্যাদিকে পত্র লিখি
বার ধারা। শ্যালক ভগ্নীপতির শিষ্য ইত্যাদির
উক্তি। ৪০ পত্র।

শ্রীচরণাশ্রিত সেবক শ্রীআত্মারাম দাস দেবস্য।
প্রণামা সংখ্যাতিরিক্ত নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণারা-
ধন মাত্রেঅত্র মঙ্গল বিশেষ। শিরনামা।

সমার্চ্চনীয় পরম পুজনীয় শ্রীমধ্যম চট্টোপাধ্যায়
ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

ঐ সামান্য পাঠের প্রত্যুত্তর।

গুরুর ভগ্নীপতি শ্যালক ইত্যাদির উক্তি। ৪১ পত্র।

অচিন্ত্যচিন্তা পুর্ব্বক নিয়তাশীর্দাদক শ্রীগোলোকচন্দ্র দেব
শর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমার সুস্থিরা
রাজলক্ষ্মী শ্রীশ্রী।৺ করিতেছেন তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষ।

শিরনামা।

পাপাংশ বহিষ্কৃত অশেষ গুণাবলম্বিত শ্রীযুত আত্মারাম
সরকার সদাশ্রয়েষু।

গুরুর ভ্রাতাদিগকে পত্র লিখিবার ধারা।

ভ্রাতার শিষ্যের উক্তি। উৎকৃষ্ট পাঠ। ৪২ পত্র।

ভবোত্তীর্ণত্রয় বিনাশ আশঙ্কনা শরণ্য দাস শ্রীকৃত্তিবাস

দেবশর্ম্মণঃ পরমচরণলাভ ভাবার্থ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ মহাশ য়ের শ্রীচরণ স্মরণমাত্রে অত্রাপ্যায়িত বিশেষ।

শিরনামা।

অনিত্য পাতিত্ব পরিত্রতাত্মক সুকৃতিজনক কর্ত্তৃক পরম পর ঠাকুরাগ্রজ শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ স্মরণ প্রদানেষু।

গুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঠাকুরাগ্রজ বলিয়া লেখা যায় যদ্যপি ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লেখে তবে শ্রীশ্রীঠাকুরানুজ ঠাকুরমহাশয় শ্রীচরণ স্মরণ প্রদানেষু

লিখিয়া অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের অগ্রজ না লিখিয়া অনুজ লিখিবেক ঐ পাঠের প্রত্যুত্তর ঐ উপরে লিখিত।

ভ্রাতাদির শিষ্যদিগকে পত্র লিখিবার ধারা।

গুরুর ভ্রাতার উক্তিঃ।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ৪৩ পত্র।

হৃদিসরোসিজাবস্থিত বীজতন্ত্রাদি ব্যাপিত জন সাধনা নন্তর অতিরিক্ত বরপ্রদায়ক পরমতত্ত্ব লাভ ভাব পরমাশীর্ব্বাদক শ্রীভৈরবচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ চিত্তাক্তম্ম বিশিষ্ট নরশ্রেষ্ঠ স্বদাভীষ্ট অঙ্গনে প্রকৃষ্টকপাংশে সদা বৈভব বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার অনিষ্টকার জনার সংহারভাব গ্রহণে অত্রপক্ষে শুভবিশেষ।

শিরনামা।

পরম পদারবিন্দ ভাবকস্তাবক পরমপ্রিয় সেবক শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস গঙ্গোপাধ্যায় সদা সানন্দবরেষু।

উপরের লিখিত।

গুরুর ভ্রাতাকে পত্র লিখিবার ধারা।

ভ্রাতার উক্তি। সামান্য পাঠ।

৪৪ পত্র।

শ্রীচরণাশ্রিত সেবক শ্রীঅপূর্ব্বরাম দাস মিত্রস্য।

প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণদর্শনার্থ এ দাসানুদাসের সমস্ত মঙ্গলং বিশেষ।

পরম পূজনীয় ঠাকুরাগ্রজ কিম্বা ঠাকুরানুজ ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণে মনোর্পিতেষু।

ঐ সামান্য পাঠের প্রত্যুত্তর।

ভ্রাতার শিষ্যকে পত্র লিখিবার ধারা।

গুরুর ভ্রাতার উক্তি। ৪৫ পত্র।

নিত্যাশীর্ব্বাদক শ্রীঅভয়ানন্দ দেবশর্ম্মণঃ।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺তারা প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষ।

শিরনামা।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত অপূর্ব্বরাম মিত্র
চিরজীবেষু।

গুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী ভাদ্রবধূ ভগ্নী শ্যালকপত্নী এবং শ্যালী ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার ধারা।

দেবরের ভাশুরের ভ্রাতার নন্দাইর এবং ভগ্নিপতির শিষ্য ইত্যাদির উক্তি। উৎকৃষ্ট পাঠ।

৪৬ পত্র।

পদাশ্রিতভৃত্য শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর দেবশর্ম্মণঃ।

প্রণামাসঙ্খ্যা কোটি নিবেদনঞ্চাগে আপনকার শ্রীচরণ আশ্রয়মাত্রে এ দীনদাসের শুভদৃষ্ট প্রকাশ্য হয় বিশেষ।

শিরনামা।

পরমাশীর্ব্বাদ প্রদায়িনী পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীগুরুপত্নী
মাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণারবিন্দেষু।

গুরুর জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী মাতা ঠাকুরাণী গুরুর স্বসা মাতা ঠাকুরাণী গুরুর শ্যালকপত্নী শ্রীশ্রীমহাশয়ের শ্যালকপত্নী মাতা ঠাকুরাণী ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে লিখিবেক।

উপরের লিখিত উৎকৃষ্ট পাঠের প্রত্যুত্তর।

ঐ দেবরের ভাশুরের শিষ্য ইত্যাদি কয়েক ব্যক্তি
কে পত্র লিখিবার ধারা।

গুরুর জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী এবং ভাতৃবধু ইত্যাদি কয়েক
স্ত্রীলোকের উক্তি। ৪৭ পত্র।

ভক্তি ভাবাদি লাভাকাংক্ষিতা শ্রীমতী সুরধুনী দেব্যা
পরমোৎকৃষ্ট সুখলাভ ভাবে সুখী ভবতীতি বিজ্ঞাপন
ঞ্চাদৌ তোমার প্রকৃষ্টরূপ মঙ্গলাচরণ চিন্তাপূর্ব্বক অত্র
মঙ্গল বিশেষ শিরনামা।

পরম পাদারবিন্দবলম্বিত সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুত পার্ব্বতী
শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মৎপ্রতিপালকেষু।

ঐ উপরের লিখিত।

গুরুর জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী ভাতৃবধূ শ্যালকের স্ত্রী শ্যালী
এবং ভগিনী ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার ধারা।

উপরের লিখিত দেবরের ভাশুরের শিষ্য ইত্যাদি কয়েক
ব্যক্তির উক্তি। সামান্য পাঠ। ৪৮ পত্র।

পদাশ্রিত সেবক শ্রীবলরাম দাস ঘোষস্য।
প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে আপনকার শ্রীচরণ ধ্যান পূর্ব্বক এ
সেবকের মঙ্গল হয় বিশেষ।

শিরনামা।

পরম পুজনীয়া পরাৎপরাগ্রজপত্নী কিম্বা শ্রীগুরুর স্বসা কিম্বা
গুরুর শ্যালকপত্নী ইত্যাদি রূপ লিখিয়া মাতা ঠাকু-
রাণী শ্রীচরণ সরোজেষু।

উপরের লিখিত ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর।

ভাসুরের এবং দেবরের শিষ্য ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার
ধারা। সামান্য পাঠ।

গুরুর জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী গুরুর ভাতৃবধু গুরুর শালী ওশ্যা-

লকপত্নী এবং ভাগিনী ইত্যাদির উক্তি। ৪৯ পত্র।

সদা শুভানুধ্যায়ী শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী।

পরম শুভাশীষাং রাসয়ঃসন্তু বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী।৵ করিতেছেন তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষ।

শিরনামা।

পরমকল্যাণীয় শ্রীবলরাম দত্ত

চিরজীবেষু।

গুরুর ভ্রাতঃপুত্র ভাগিনেয় শ্যালকপুত্র শ্যালিপুত্র এবং জামাতা ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার ধারা।

খুড়া ও জ্যেঠার মাতুলের পিসের মেসোর এবং শ্বশুরের শিষ্য ইত্যাদির উক্তি।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ৫০ পত্র।

শ্রীচরণারবিন্দ বাঞ্ছিত পদাবনত শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ পরম চরমকাল ভাবার্থ পূরণাপত্যাহং নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপাদ পদ্মবাশ্রয়মাত্রে অত্র শুভবিশেষ।

শিরনামা।

বিমল কালকল কলুশাঙ্কুশ সারস্বতদত্ত্বকর্ত্তৃক প্রিয় শ্রীম রামঠাকুর ঠাকুরপুত্র মহাশয় কিম্বা তৃতীয় ঠাকুর মহাশয় কিম্বা যেমন পরিজ্ঞেয় হন গুরুঠাকুরের ভ্রাতষ্পুত্রদিগকে এই রূপে লিখিবেক। আর গুরুর ভাগিনেয় এবং শ্যালক পুত্র প্রভৃতিকে মধ্যম চট্টোপাধ্যায় ঠাকুর মহাশয় কিম্বা জ্যেষ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণোপান্তে নিতান্ত সুজনেষু।

ঐ উৎকৃষ্ট পাঠের প্রত্যুত্তর।

খুড়া জ্যেঠা মাতুল এবং শ্বশুর ইত্যাদির শিষ্যদিগকে পত্র লিখিবার ধারা।

গুরুর ভ্রাতষ্পুত্র ভাগিনেয় এবং জামাতা ইত্যাদির

উক্তিঃ। ৫১ পত্র।

সুমঙ্গলার্থ তন্ত্র নিত্যসাধক নিত্যাশীর্ব্বাদক শ্রীআনন্দ চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাংশু আশু প্রকাশ মনন বিজ্ঞাপন ঞ্চাদৌ তোমার ঐহিক পারত্রিক সাত্বিক স্থাপনামঙ্গলে অত্র মঙ্গলং বিশেষ। শিরনামা।

মনঃ নয়নোৎপল প্রফুল্লাকার সৌরভ শ্রীযুত প্রতাপ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় চিরজীবেষু।

গুরুর ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয় এবং জামাতা ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার ধারা।

খুড়ার জ্যেঠার মাতুলের এবং শ্বশুরের শিষ্য ইত্যাদির উক্তি। সামান্য পাঠ। ৫২ পত্র।

সেবক শ্রীরাধানাথ দাস ঘোষস্য:

প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণোপান্তে একান্ত ধ্যান পূর্ব্বক এ দাসানুদাসের সমস্ত মঙ্গল হয় বিশেষ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠ ঠাকুর পুত্র মহাশয় শ্রীচরণে মনোর্পিতেষু।

গুরুর ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে এই রূপ লিখিবেক আর গুরুর ভাগিনেয় কিম্বা জামাতাকে মধ্যম চট্টোপাধ্যায় কিম্বা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

ঐ সামান্য পাঠের প্রত্যুত্তর।

খুড়ার জ্যেঠার মাতুলের শ্বশুরের শিষ্য ইত্যাদি কয়েক ব্যক্তিকে পত্র লিখিবার ধারা।

গুরুর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভাগিনেয় ইত্যাদি কয়েক ব্যক্তির উক্তি। ৫৩ পত্র।

প্রতিপাল্যাশীর্ব্বাদক শ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

পরম কুশলঃসন্তু বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ করিতেছেন তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষ চিরজীবেষু।

গুরুর পুত্রবধূ ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভাগিনেয়বধূ শ্যালকপুত্রবধূ এবং শ্যালীপুত্রবধূ এই কয়েক ব্যক্তির গুরুসম্পর্কীয় স্ত্রী লোককে পত্র লিখিবার ধারা।

স্ত্রীলোকের জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের খুড়া শ্বশুরের
মামা শ্বশুরের পিসশ্বশুরের এবং
মাসশ্বশুরের শিষ্য ইত্যাদি কয়েক ব্যক্তির
শিষ্যের উক্তি।

উৎকৃষ্ট পাঠ। ৫৪ পত্র।

শ্রীচরণাশ্রিত ভৃত্য শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

প্রণামাসন্তু নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীচরণোপান্তে ভাবান্ত হৃষ্টান্তঃকরণ মিদং বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয়া শ্রীমতী ঠাকুরপুত্রবধূ ভ্রাতঃপুত্রবধূ এবং
ভগ্নিপুত্রবধূ ইত্যাদি মাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণ
পঙ্কজে মনোর্পিতেষু।

ঐ উৎকৃষ্ট পাঠের প্রত্যুত্তর।

উপরের লিখিত গুরুর পুত্রবধূ আদি কয়েক
স্ত্রীলোকের উক্তিঃ।

৫৫ পত্র।

অশুভ সুকুশলঞ্চ ভবতি ইতি বদতি শ্রীমতী তারিণী দেবী পরম শুভাংশু সুধাংশু তুল্য যশোভব প্রিয়াস বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার সুমঙ্গল ঘটিতাক্ষর ঝটিত পঠিত পূর্ব্বক অপূর্ব্বানন্দোদ্ভব মিদং বিশেষঃ।

শিরনামা।

স্বধর্ম্ম সফলতা জনকতা শক্তি বিশিষ্ট অনুরক্ত বিমুক্তান্তঃ
করণ শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ মংচটক নাট্যাদি অষ্টাদশ
পুরাণ প্রয়োগেষু।

উপরের লিখিত গুরুর পুত্রবধূ এবং জাতঃপুত্রবধূ
ইত্যাদি ঐ পঞ্চ স্ত্রীলোককে পত্র
লিখিবার ধারা :

স্ত্রীলোকের শ্বশুরের শিষ্যাদি ঐ উপরের লিখিত পঞ্চ
জনার উক্তিঃ। সামান্য পাঠ। ৫৬ পত্র।

সেবক শ্রীসেবকরাম দাস মিত্রস্য।

প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চাগে আপনকার শরণমাত্রে
অত্র মঙ্গল বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয়া শ্রীমতী মধ্যম ঠাকুর পুত্রপত্নী মাতা ঠাকু-
রাণী কিম্বা উপরের লিখিত ঐ সকল উল্লেখ করিয়া লিখি-
বেক অমুকী মাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণোপান্তেষু।

সামান্য পাঠের প্রত্যুত্তর।

স্ত্রীলোকের শ্বশুরের শিষ্যাদির উপরের লিখিত ঐ পঞ্চজ-
নাকে পত্র লিখিবার ধারা।

গুরুর পুত্রবধূ ইত্যাদি উপরের লিখিত পঞ্চজনা।
স্ত্রীলোকের উক্তিঃ। ৫৭ পত্র।

অবশ্য তস্য প্রতিপালিতা শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমার মঙ্গল নিরন্ত
প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্র মঙ্গল বিশেষঃ।

শিরনামা।

স্বর্গাপবর্গাদি প্রয়াস নিমিত্ত সত্বপথাবলম্বিত শ্রীযুক্ত
সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় সুহৃদ্বরেষু।

গুরুর গুরুপিতা গুরুর গুরুমাতা এই কয়েক ব্যক্তিকে

পত্র লিখিবার ধারা।

শিষ্যের শিষ্য পুত্র এবং শিষ্যের শিষ্য ইত্যাদির উক্তিঃ।

উৎকৃষ্ট পাঠ। লেখক ও সামান্য

লেখক ইত্যাদি।

সকলে লিখিলে সম্ভব হয় একারণ বাহুল্য না করিয়া

সংক্ষেপে লিখি। ৫৮ পত্র।

ভৃত্যানুভৃত্য শ্রীবসন্তকুমার দেবশর্ম্মণঃ

সেবাঙ্ক শতসহস্র নিবেদনঞ্চাসৌ আপনকার শ্রীচরণ ধ্যান

পূর্ব্বক এ দীনদাসের ঐহিক পারত্রিকের নিস্তার হয় বিশেষ

গুরুর গুরুপিতাকে এবং গুরুর গুরুকে।

শিরনামা।

অসার সংসার নিস্তারকর্ত্তা কর্ত্তৃক পূজিত শ্রীশ্রীমহাগুরু

ঠাকুরমহাশয় শ্রীচরণোপান্তেষু।

গুরুর মাতাকে।

শিরনামা।

অসার সংসার তারক কর্ত্তৃক পূজিতা শ্রীশ্রীমহাগুরুপত্নী

মাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণোপান্তেষু।

ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর।

গুরুর গুরু গুরুর গুরুপিতা এবং গুরুর গুরুমাতা এই

তিন ব্যক্তির উক্তিঃ।

সৌভাগ্য সৌরভ গৌরবাতুল লাভ ভব ভবইব চিন্তা-

কারী শ্রীমুরারিচরণ দেবশর্ম্মণঃ কিম্বা যদি স্ত্রীলোককে

লিখেন তবে শ্রীমতী অমুকী দেবী পরম শুভাশীষাং মঙ্গলঃ

সন্তু বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমার ধন জন মঙ্গল দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি

স্থানে প্রার্থনা পূর্ব্বকে পরমাপ্যায়িত বিশেষ।

শিরনামা

ভাবক স্থাবক প্রাণাধিকবর প্রিয়বর সেবক শ্রীযুত বসন্ত
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অশেষ গুণাবৃতেষু।

গুরুর গুরুপুত্র গুরুর গুরুপুত্রবধূ গুরুর গুরুকন্যা এবং
গুরুর জামাতা পিতার শিষ্যের শিষ্য এবং
শ্বশুরের শিষ্যের শিষ্য ইত্যাদির উক্তিঃ।

সেবকাশ্রিত সেবকস্য সেবক শ্রীসেবকরাম সেনশর্ম্মণঃ
প্রণামা পরাৎপর প্রেষোণ প্রার্থনীয় পদারবিন্দে নিবেদন-
ঞ্চাদৌ মহাশয়ের কিম্বা স্ত্রীলোককে যদি লিখিতে হয় তবে
শ্রীশ্রীঠাকুরের ঠাকুরকন্যা কিম্বা ঠাকুরের ঠাকুরপুত্রবধূ
মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীচরণ স্মরণাভরণ ধারণ করণ মাত্রেন
কলেবর পবিত্র সুশোভিতং বিশেষঃ। শিরনামা।
তপনাত্মজ সঙ্কোচ বারিজ জনার্দ্দন মন্যারবিন্দার্পিত মৎপু-
ন্নিত শ্রীঠাকুর মহাশয়স্য ঠাকুর পুত্র ঠাকুর মহাশয় কিম্বা
কিম্বা ঠাকুর মহাশয়স্য ঠাকুর জামাতা ঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণ সরসিরুহদ্বয়েষু।

আর ঠাকুরের ঠাকুর পুত্রবধূকে শিরনামা লিখিবে ঠাকুর
মহাশয়স্য ঠাকুরপুত্রবধূ মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণোপান্তে মনোর্পিতেষু।

ঠাকুর মহাশয়ঠাকুর কন্যাকে লিখিবেক ঠাকুর
মহাশয়স্য ঠাকুর কন্যা মাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণ
কমলদ্বয়ে মনঃ সংযোগেষু।

প্রত্যুত্তর। ঠাকুরের ঠাকুর পুত্র ঠাকুরের ঠাকুর
পুত্রবধূ ঠাকুরের ঠাকুরকন্যা ঠাকুরের ঠাকুর
জামাতা ইত্যাদির উক্তি॥ ৬০ পত্র॥

স্বর্গাপবর্গ সৌভাগ্যাদি প্রাপ্ত ভবদ্ভব চিন্তাকারী শ্রীমু-
কুন্দবল্লভ দেবশর্ম্মণঃ অচিন্ত্য চিন্তার্ণব নিমজ্জিতোদ্ভব ধন

প্রাপ্ত জন্য তব তব জ্ঞান পূর্ব্বকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করি- তেছি তত্রে অত্রানন্দ বিশেষঃ।

পরমাত্মতত্ত্ব ভাবক নিত্য সেবক শ্রীসেবকরাম চট্টোপাধ্যায়

সদা সদাশ্রয়েষু।

ঐ গুরু সম্পর্কীয় অন্তর্ভুক্ত তাবৎ ব্যক্তিকে পাঠ ও শিরনামা পৃথক্ পৃথক্ লিখিতে অতিশয় বাহুল্য হয় একারণ গুরু সম্পর্কীয় সমাপন করিলাম কিন্তু সংক্ষেপে সংগ্রহ পাঠাদি হইতে নির্গত করিবা বিবেচনা পূর্ব্বক লিখিলে গুরুর নৈকট্য সম্পর্কীয় ও অপরাপর স্ত্রীলোককে ও পুরুষ তাবৎকে পত্র লিখিবার পাঠাপাঠ প্রকৃত রূপ সমাপন হইতে পারে অতএব গুরু সম্পর্কীয় সামান্যতঃ রচনা করিয়া অন্যান্য পাঠাদি বাহুল্য রূপ নিবেদন করিতেছি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় খণ্ডারম্ভ।

আত্ম সম্পর্কীয়।

পিতামহকে ও মাতামহকে পত্র লিখিবার ধারা।

পুত্র ও দৌহিত্র এই দুই ব্যক্তির উক্তি।

॥ ৬১ পত্র ॥

শ্রীচরণাশ্রিত ভৃত্যানুভৃত্য শ্রীরত্নেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ প্রণামানন্তর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ ধ্যান পূর্ব্বকে এ শিষ্যানুশিষ্যের মঙ্গল বিশেষঃ পরং নিবেদন পূর্ব্ব পত্রে অবগত করিয়াছি যে প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার শুভ সম্বন্ধের বিষয় বরাহনগর গ্রামের শ্রীযুক্ত

গৌরীশঙ্কর বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মধ্যম কন্যার সহিত স্থিরীকরণ হইয়াছে এবং এ বাটীর সকলে সম্মত হই য়াছে অতএব মহাশয়ের আজ্ঞা ব্যতিরেকে কি প্রকার ক্রিয়া সমাপন করিতে পারি যদিস্যাৎ অনুমতি করেন তবে নির্ভর দেওয়া যায় আর শিবক্ষেত্র নিবাসি দুই বিপ্র সন্তান শ্রীশ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডপ্রদান মনন করিয়া অর্থ সমর্থে অসমর্থ নিমিত্ত মহাশয়ের নিকটস্থ হইতেছেন বিবেচনা করিতে আজ্ঞা হইবেক পরে নিবেদন বহুকালাবধি মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শনাভাবে অন্তঃকরণে যে পর্য্যন্ত বেদনা তাহা লিপি দ্বারা বিশেষ রূপ অবগত করিলে মীমাংসা হয়না এতদ্ভক্তকে যে পর্য্যন্ত ভারে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে দিবান্ধকের ন্যায় কাল যাপন করিতেছি নিকটস্থ হইয়া শ্রীচরণ দর্শন করি এতাদৃশী সাবকাশ নাই মহাশয় যদ্যপি শ্রীশ্রীঘাট দর্শনার্থে এতদ্দেশে আগমন করেন তবে প্রত্যক্ষ শ্রীপাদপদ্মাবলোকন পূর্ব্বকে কৃত কৃতার্থ হই নিবেদন মিতি।

শিরনামা

পরমজ্ঞান ধ্যান কল্পনীয় শ্রীযুক্ত পিতামহ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ সরসিরুহরাজেষু "কিম্বা মাতামহকে লিখে,, তবে শ্রীযুক্ত মাতামহ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ সরসিরুহরাজেষু।

ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর।

পৌত্র ও দৌহিত্রকে পত্র লিখিবার ধারা।

পিতামহ ও মাতামহের উক্তি।

৬২ পত্র।

অবশ্য পুষ্যানুপুষ্য শ্রীবৈষ্ণবচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

পরম কল্যাণমস্তু বিজ্ঞাপনঞ্চাসৌ তোমার অতুল যশঃ

গৌরবার্থে শ্রীশ্রী৺ দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি তাঁহাকে অত্র ম ঙ্গল বিশেষ পরং তোমার শ্রীকর কমলাঙ্কিত পত্রী দৃষ্ট পুর্ব্ব কে পরমাপ্যায়িত হইলাম শুভ সম্বন্ধের বিষয় যে লিখিয়াছ তাহা বিবেচনা করিয়া পত্রান্তরে লিখিব পরম্পরায় শ্রুত আছি বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের সে মধ্যমা কন্যার সম্বন্ধ সূচ না কত স্থানে হইয়াছিল কোথাও স্থির করণ হয় নাই ইহা- তে বোধ হয় কোন দোষাশ্রিত হইতে পারে অতএব বিশে ষ রূপ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবে আর শ্রীশ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডদান কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চমুদ্রা দাক্ষ ব্য দ্বারা পরিতোষ করা গেল জ্ঞাত কারণ লিখিলাম অব- শেষ যে বিষয় লিখিয়াছ সে অভিমান করা মিথ্যা সংসারি কার্যে নিরন্তর অভিভূত তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই যদিস্যাৎ শ্রীশ্রী করেন তবে ঐ শুভ বিবাহের কালীন পরস্পর মনোভি লাষ পরিপূর্ণ করিব ইতি।

শিরনামা।

প্রাণাধিক প্রিয় পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর বন্দ্যো- পাধ্যায় অতুল বৈভবে চিরজীবেষু।

পিতার জ্যেঠা ও পিতার খুড়া ও পিতার মাতুল ও পিতার মেসো ও পিতার পিসে মাতার জ্যেঠা ও মাতার খুড়া ও মাতার মাতুল ও মাতার মেসো ও মাতার পিসে শ্বশুরের পিতা ও শ্বশুরের জ্যেঠা ও শ্বশুরের খুড়া ও শ্বশুরের মাতুল ও শ্বশুরের মেসো ও শ্বশুরের পিসে ও শ্বশুরের শ্বশুর পিসের পিতা ও পিসের জ্যেঠা ও পিসের খুড়া ও পিসের মাতুল ও পিসের পিসে মেসোর মেসো পিতা ও মেসোর জ্যেঠা ও মেসোর খুড়া ও মেসোর মাতুল ও মেসো

প্র পিতে ও যেবোত্র যেজো ঐ উপরের লিখিত এই

কতক ব্যক্তিকে পত্র লিখিবার ধারা।

পৌত্র ও দৌহিত্র ইত্যাদি নাতি পরিজে-

নের উক্তি।

৬৩ পত্র।

সেবকানুসেবক শ্রীচন্দ্রমোহন দেবশর্ম্মণঃ।

প্রণাম্য পরমপদ প্রাপ্ত জন্য নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচ রণ স্মরণ ধ্যান জ্ঞান সাধন মাত্রে অত্র মঙ্গল বিশেষ।

পিতামহ ও মাতামহের ভ্রাতাদিগকে

শিরনামা।

পরম পূজনীয় মমার্চ্চনীয়

শ্রীযুক্ত মধ্যম ঠাকুরদাদা মহাশয় কিম্বা তৃতীয় ঠাকুরদাদা মহাশয় কিম্বা যেমন পরিচ্ছেন্ন হন সেই রূপ উল্লেখ করিয়া লিখিবেক যে অমুক ঠাকুরদাদা মহাশয় শ্রীচরণোদ্বয়েষু।

শিরনামা।

উপরের লিখিত পিতামহ ও মাতামহের ভ্রাতা ব্যতিরিক্ত উল্লেখ করা ঠাকুরদাদা পরিজেন ঐ যে সকল ঐ সকল ব্যক্তির পক্ষে

শিরনামা।

পরম পূজনস্য পূজনীয়

শ্রীযুক্ত মধ্যম চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরদাদা মহাশয় কিম্বা দ্বিতীয় ঘোষাল ঠাকুরদাদা মহাশয় কিম্বা জ্যেষ্ঠ পিতমণ্ডী ঠাকুরদাদা মহাশয় কিম্বা চতুর্থ গড়গড়ি ঠাকুরদাদা মহাশয় কিম্বা বড়ম ঘোষজ বসুজ মিত্রজ ঠাকুরদাদা মহাশয় শ্রীপদ পঙ্কজ কারজ মনোজ স্মরণেষু।

ভ্রাতার পৌত্র ও ভগির পৌত্র শ্যালীর পৌত্র ও শ্যালকের পৌত্র ভ্রাতার দৌহিত্র ও ভগির দৌহিত্র ও শ্যালীর দৌহিত্র ও শ্যালকের দৌহিত্র নাত্নীজামাতা ও ভ্রাতার নাত্নীজামাতা ও ভগির নাত্নীজামাতা ও শ্যালকের নাত্নীজামাতা ও শ্যালীর নাত্নীজামাতা ও জামাতার জামাতার পুত্রের শ্যালীপুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের শ্যালীপুত্র ভাগের শ্যালীপুত্র শ্যালকপুত্রের শ্যালীপুত্র শ্যালীপুত্রের শ্যালীপুত্র এই কয়েক ব্যক্তিকে পত্র লিখিবার ধারা।

উপরের লিখিত ঠাকুরদাদা পরিচ্ছেয় ঐ কয়েক ব্যক্তির উক্তি।

। ৩৪ পত্র।

প্রতিপাল্যানুপ্রতিপাল্য ভবৎ কুশল চিন্তাকারী শ্রীবৈরাগীচরণ দাস মিত্রস্য পরম শুভাশীষাং বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার অচলা কচলা সরলান্তঃকরণে অনবরত অমরবর অর্চনান্তর বর প্রার্থনা পুরঃসরে মদৈব কুশলবরবিশেষ

শিরনামা।

পরম প্রিয়বর গুণসাগর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মিত্র মদৈব চিত্তপুলক কর্তৃক জন চিরজীবেষু।

পিতামহ ও মাতামহ ইত্যাদি সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের পত্র লিখিবার ধারা।

পৌত্রী ও দৌহিত্রীর উক্তি।

। ৩৫ পত্র।

দাসানুদাস্যাশীর্বাদাকাংক্ষিণী শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী দেবী প্রণাম্য সাষ্টাঙ্গ ধরাবনত পূর্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণোৎপল যুগল মানসোৎপলে আকর্ষণ মাত্রে এ দাসীর

কায়ক মনোজ সরকে বিরাজকারী পাতিত্যাংশাধ্বংস পূর্বক সর্ব শুভবিশেষ।

শিরনামা।

পরম পূজনস্য পূজনীয় সমারাধীয়
শ্রীযুক্ত পিতামহ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণারবিন্দ
দর্শনামন্দ প্রসাদ কর্ত্তৃকেষু।

মাতামহ পক্ষে ঐ শিরনামা কিন্তু মাতামহ উল্লেখ করিয়া লিখিবেক শ্রীযুক্ত মাতামহ ঠাকুর মহাশয় আর শ্বশুরের পিতাকে লিখিবেক শ্রীযুক্ত শ্বশ্রূতাত ঠাকুর মহাশয় এই মাত্র প্রভেদ মাত্র আর সকলি ঐ মাত্র।

প্রত্যুত্তর।

পৌত্রী দৌহিত্রী ও পুত্রের পুত্রবধূ এই তিন জন
স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার ধারা।
পিতামহ ও মাতামহ ও শ্বশুরের পিতা ইত্যাদি
ঠাকুরদাদা পরিজেয়ের উক্তি।

শুভ পত্র।

ভক্তিভাব গৃহীত কর্ত্তৃক অবশ্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীকমলাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভমস্তু বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমার স্বধর্ম্ম সমভাবাচল দুহিতা পদারবিন্দে প্রার্থনা স্থাপনা পূর্ব্বকে অত্র শুভবিশেষ।

শিরনামা।

নয়নানন্দ দায়িকা প্রাণাধিকস্য প্রাণাধিকা শ্রীমতী চন্দ্র মল্লিকা দেবীসাবিত্রীসমনাস্তর পতিব্রতা গৌরবে গৌরবে
চিরজীবেষু।

স্ত্রীলোকের

পিতার জ্যেঠা ও পিতার খুড়া পিতার মাতুল পিতার মেসো পিতার পিসে মাতার জ্যেঠা ও মাতার খুড়া মাতার

মাতুল ও মাতার মেসো ও মাতার পিসে ও মাতুলের শ্বশুর ও শ্বশুরের পিতা ও শ্বশুরের জ্যেঠা শ্বশুরের খুড়া ও শ্বশুরের মাতুল ও শ্বশুরের মেসো ও শ্বশুরের পিসে ও শ্বশুরের শ্বশুর এই কয়েক ব্যক্তিকে স্ত্রীলোকের পত্র লিখিবার ধারা।

ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যা ও ভাগিনের কন্যা শালীপুত্রের কন্যা ও শ্যালকপুত্রের কন্যা এই কয়েক ব্যক্তির উক্তি। ভ্রাতার দৌহিত্রী ঐ ভগ্নীপতির দৌহিত্রী শ্যালীপতির দৌহিত্রী ও শ্যালকের দৌহিত্রী এই কয়েক ব্যক্তি স্ত্রীলোকের উক্তি।

ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্রবধূ ও ভাগিনের পুত্রের পুত্রবধূ শ্যালকপুত্রের পুত্রবধূ শ্যালীপুত্রের পুত্রবধূ জামাতার পুত্রের পুত্রবধূ এই কয়েক ব্যক্তির উক্তি।

। ৩৭ পত্র।

শ্রীচরণারবিন্দ সেবনাভিলাষী দাসানুদাসী শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী প্রণামা পরম হিতার্থে নিবেদন ঞ্চাগে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাদা মহাশয়ের শ্রীচরণারবিন্দ মাত্রে অত্র শুভ বিশেষ।

শিরনামা।

পিতার জ্যেঠা ও পিতার খুড়ার প্রতি

পরম পূজিতস্য পূজনীয়

শ্রীযুক্ত মধ্যম কিম্বা তৃতীয় ঠাকুরদাদা মহাশয়

শ্রীচরণ সরজ দ্বয়েষু।

ঐ পিতামহের ভ্রাতা ও মাতামহের ভ্রাতা ব্যতিরিক্ত উপরের লিখিত আর সকলকে শিরনামা সেই ঐ মত বিশেষ লিখি দ্বিতীয় মুখোপাধ্যায় ঠাকুরদাদা মহাশয় কিম্বা চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরদাদা মহাশয় এই

রূপে নাম উল্লেখ করিয়া সকলি ঐ শিরনামা মত লিখিবেক।

ঐ পাঠের প্রত্যুত্তর।

উপরের লিখিত ভ্রাতঃপুত্রের কন্যা ও ভ্রাতার দৌহিত্রী ও ভ্রাতঃপুত্রের পুত্রবধূ ঐ তিন সম্পর্কীয় যে কেহ নাম্নী পরিজ্ঞেয় স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের প্রতি পত্র লিখিবার ধারা।

পিতার জ্যেঠা ও মাতার জ্যেঠা শ্বশুরের পিতা উপরের লিখিত ঠাকুরদাদা পরিজ্ঞেয় কয়েক ব্যক্তির উক্তি।

। ৩৮ পত্র।

সর্ব্বদা ভবজ্ঞা মহৎ সুখাভিলাষী শ্রীউমাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ। পরম শুভাশীষাং বিজ্ঞাপন মিদং ভবত্যাতুল সৌভাগ্য সর্ব্বক্ষণ বাঞ্ছা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ পরং।

শিরনামা।

পরম যশঃস্মৃতি সুহৃজ্জনানন্দবর্দ্ধনীয়া শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী সাবিত্রী সদৃশাগুণবরাসু।

বিধবা পক্ষে শিরনামা অনবরত ধর্ম্মরতাসু।

পিতামহী ও মাতামহী ও শ্বশুরের মাতা এই তিন ব্যক্তি স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার ধারা।

পৌত্রী ও দৌহিত্রী ও পুত্রের পুত্রবধূ এই তিন ব্যক্তি স্ত্রীলোকের উক্তি।

। ৩৯ পত্র।

শ্রীচরণারবিন্দ দ্বয় ছায়াশ্রয় কাঙ্ক্ষা বিক্রয় দয়াবলম্বিতে শ্রীমতী চম্পকলতা দেবী প্রণম্য সংখ্যাতিরিক্ত নিবেদন-ঞ্চাসৌ শ্রীমতীর শ্রীচরণারবিন্দদ্বয় মমাশ্রয়াধার নিরন্তর অন্তর সরোজবরে বিরাজ মানে মদ্যাকং শুভবিশেষ।

পিসের মামী পিসের পিসী মেসোর জেঠাই ও মেসোর খুড়া ও মেসোর মাতুলানী ও মেসোর পিসী ও মেসোর মামী এই কয়েক ব্যক্তি স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার ধারা।

উপরের লিখিত ঐ চারিজনা ঠাকুরাণী দিদী সম্বন্ধিয়া স্ত্রীলোক দিগকের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীয় নাতিনী পরিজেয় স্ত্রীলোকদিগকের উক্তি।

। ৭১ পত্র।

আশীর্ব্বাদাভিলাষিণী শ্রীচরণোপান্ত একান্ত ভাবিনী শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবী প্রণামা শতকোটি নিবেদন-ঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীচরণ সুধাংশু কৃপাংশে মমাংশে পরমোল্লাস প্রকাশমিশেষঃ।

শিরনাম।

পরম পূজনীয়া অনারাধ্য মান্য প্রকৃতী
শ্রীমতী মধ্যমা কিম্বা তৃতীয়ঠাকুরাণী দিদী
শ্রীচরণাম্বুজেষু।

প্রত্যুত্তর।

নাতিনী সম্বন্ধিয় অবধি স্ত্রীলোকে পত্র লিখিবার ধারা।

উপরের লিখিত ঐ সকল ঠাকুরাণী দিদী সম্বন্ধিয় স্ত্রীলোকের উক্তি।

। ৭২ পত্র।

ভক্তি ভবারবিন্দ মুকুলে প্রতিপাল্যা শ্রীমতী কৌশল্যা দেবী মনোভীষ্ট সিদ্ধির্ভবতু বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার স্বধর্ম্ম সৌরভ সম্মান গৌরব অনবরত সতত পরন্ত প্রার্থনা পূর্ব্বকে অত্রশুভমিশেষ।

শিরনামা।

সতীত্ব ধর্ম্ম পরিপালিতে প্রতিষ্ঠিতে শ্রীমতী
অনঙ্গমোহিনী দেবী স্মরণাগতেষু।

পিতা ও জ্যেঠা ও খুড়া ও মাতুল ও মেসো
ও পিসে ও শ্বশুর এই কয়েক ব্যক্তিকে
পত্র লিখিবার ধারা।

পুত্র ও ভ্রাতঃপুত্র ও ভাগিনেয় ও শ্যালীপুত্র ও
শ্যালক পুত্র ও জামাতা ইত্যাদির
উক্তি। ৭৩ পত্র।

পদাবনত ভৃত্য শ্রী কিম্বা সেবক শ্রীহরমোহন দেবশর্ম্মণঃ প্রণামা পরমারাধ্যতমে সকল নিমিত্ত নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ সরোজ রজো শিরধার্য্য মাত্রে এ ভৃত্যের সর্ব্বাঙ্গিক মঙ্গল বিশেষ।

শিরনামা।

পরমার্চ্চনীয় কিম্বা পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতা ঠাকুর
মহাশয় কিম্বা কনিষ্ঠ পিতৃব্য ঠাকুর মহাশয় কিম্বা
মাতুল মহাশয় কিম্বা পিসে মহাশয় কিম্বা
মেসো মহাশয় শ্রীচরণ সরসিরুহেষু।

প্রত্যুত্তর।

উপরের লিখিত
পুত্র ও ভ্রাতষ্পুত্র ও ভাগিনেয় ও শালীপুত্র ও
শালক পুত্র ও জামাতা ইত্যাদি কয়েক ব্যক্তিকে পত্র
লিখিবার ধারা।

পিতা ও জ্যেঠা ও খুড়া ও মাতুল ও পিসে ও
মেসো ও শ্বশুর ইত্যাদি কয়েক ব্যক্তির উক্তি।
। ৭৪ পত্র।

অবশ্য পুষ্যাশীর্ব্বাদক শ্রীকমলাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ। পরম শুভাশীর্ব্বাদং রাশয়ঃসন্তু এবং তোমার গৌরব সৌরভ উদ্ভব সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্র শুভ বিশেষ।

শিরনামা।

পরম পোষ্টবর শ্রীযুক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায়
কিম্বা ঘোষ কিম্বা বসু বাবাজীউ চিরজীবেষু।
মাতা ও বিমাতা ও জ্যেঠাই ও খুড়ী ও পিসী ও
মাসী ও শাশুড়ী ইত্যাদি কয়েক
স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার ধারা।
পুত্র ও সপত্নীপুত্র ও ভাসুরের পুত্র ও দেবরের পুত্র
ও ভ্রাতৃপুত্র ও ভগ্নীপুত্র ও জামাতা ইত্যাদি
কয়েক ব্যক্তির উক্তি। ৭৫ পত্র।

পদারবিন্দভৃত্য শ্রী কিম্বা সেবক শ্রীআনন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ প্রণামা পরমাস্তু ভক্তি নম্বর নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীচরণ সরোজ স্মরণ মাত্রে এতদ্দাসের সর্ব্বাঙ্গিক মঙ্গল বিশেষঃ

শিরনামা।

পরমারাধনীয় কিম্বা পরম পূজনীয়া শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
কিম্বা বিমাতাঠাকুরাণী কিম্বা পিতৃব্যপত্নীঠাকুরাণীকিম্বা মাতৃ
স্বসা ঠাকুরাণী কিম্বা পিতৃস্বসা ঠাকুরাণী কিম্বা মাতু-
লানী ঠাকুরাণী ও শ্বশ্রূপত্নী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ সরোজেষু।

প্রত্যুত্তর।

পুত্র ও সপত্নী ও ভাসুরের পুত্র ও দেবরের পুত্র ও
ভ্রাতঃপুত্র ও ভাগিনেয় ও জামাতা
ইত্যাদি কয়েক ব্যক্তি স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার ধারা
মাতা ও বিমাতা ও জ্যেঠাই ও খুড়ী ও মাতুলানী
ও পিসী ও মাসী ও শাশুড়ী এই কয়েক ব্যক্তি
স্ত্রীলোকের উক্তি। ৭৬ পত্র।

অবশ্য পুষ্যাশীর্ব্বাদ, দাসিকা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী পরমশুভাশীষাং রাশয়ঃসন্তু বিশেষ তোমার কুশল লিখিবা

স্থানে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ।

শিরোনামা।

বঙ্গের প্রতিপালক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাবাজীউ পরম কল্যাণবরেষু।

পিতা জেঠা ও খুড়া ও মাতুল ও পিসে ও মেসো,
ও শ্বশুর ইত্যাদি কএক ব্যক্তিকে স্ত্রীলোকের
পত্র লিখিবার ধারা।

কন্যা ও ভ্রাতৃকন্যা ভগ্নী কন্যা ও শ্যালক কন্যা ও
শ্যালিকা কন্যা ও পুত্রবধূ এই কএক ব্যক্তি
স্ত্রীলোকের উক্তি।

। ৭৭ পত্র।

শ্রীচরণ কমলাশ্রিতে দাস্যা শ্রীমতী নবকুমারী দাস্যা
প্রণম্য শতসহস্র নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ স্মরণ
মাত্রে অত্র মঙ্গল বিশেষঃ।

শিরোনামা।

পরমার্চ্চনীয় পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতা ঠাকুর মহা-
শয় কিম্বা পিতৃব্য ঠাকুর মহাশয় কিম্বা পিসে
মহাশয় কিম্বা মেসো মহাশয় কিম্বা শ্বশুর
ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণারবিন্দেষু।

প্রত্যুত্তর।

কন্যা ও ভ্রাতৃকন্যা ও ভাগ্নী ও শ্যালক কন্যা ও শ্যালীর
কন্যা ও পুত্রবধূ এই কএক ব্যক্তি স্ত্রীলোককে
পত্র লিখিবার ধারা।

পিতা ও জেঠা ও খুড়া ও মাতুল ও পিসে ও মেসো
ও শ্বশুর ইত্যাদি কএক ব্যক্তির উক্তি।

। ৭৮ পত্র।

কল্যাণীয় শুভাশীর্ব্বাদক শ্রীরাজীবলোচন শর্ম্মণঃ

মনে কর নাই অতএব পিতাঠাকুর মহাশয়কে কহিবেন এক বার দশ দিবসের জন্য আমাকে লইয়া যান আমি জনক জননীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী চম্পক লতার সহিত বিরলে বসিয়া অন্তঃকরণের গোপনীয় দুঃখের কথা কহিয়া মনের অভিলাষ দূর করিব নিবেদন ইতি।

পত্রের বৃত্তান্ত যে লিখিলাম এ কেবল জননীর প্রতি কন্যার উক্তি পুত্রবধু প্রভৃতি যে যখন যাহাকে পত্র লিখি-বেক সে তখন আত্ম বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিবেক ইতি।

শিরনামা।

পরম করুণাধারীয়ে পরম পূজনীয়ে শ্রীমতী মাতা-
ঠাকুরাণী কিম্বা খুড়ী ঠাকুরাণী কিম্বা মাতুলানী
ঠাকুরাণী কিম্বা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণ যুগেষু।

প্রত্যুত্তর।

কন্যা সপত্নী কন্যা ও ভাশুরের ও দেবরের কন্যা
ও ভগ্নীর কন্যা জ্ঞাতকন্যা ও ভাগী ও পুত্রবধূ
এই কয়েক ব্যক্তি স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোকের
পত্র লিখিবার ধারা।

মাতা ও বিমাতা ও জ্যেঠাই ও খুড়ী ও মাতুলানী ও
মাসী ও পিসী ও শাশুড়ী এই কয়েক ব্যক্তি
স্ত্রীলোকের উক্তি।

॥ ৮০ পত্র ॥

শ্রীমুখ চন্দ্রাবলোকনার্থ ব্যাকুল প্রাণ সজল নয়না শ্রীমতী চিত্রাঙ্গদা সৌম্যা পরম শুভাশিষ সাতিশয়বর্ত্তি বিজ্ঞা পনক্কাদো তোমার প্রিয়তম লিপিকা প্রাপনমা অবধু তন্তে ভূত্র অতিবিশেষ তোমার খেদোক্তি পত্র প্রাপ্ত মাত্রে নয়ন

নিরাবিত্ত পূর্ব্বকে বক্ষঃস্থলে আপনা দ্বারা উদ্বিগ নাস্তঃকরণ শীতল হইবার প্রার্থনায় পত্র কমলে মুদ্রিত বিন্দু মাত্রে তোমার করুণাভিষিক্ত বচন রচনাবলোকনাৎ অধিকোতি-রিক্তা হইলাম যদবধি তুমি প্রাণাধিকা গোত্রান্তর হইয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছ তদবধি আর মম প্রাণাধিকে তোমার সর্ব্বভিব্যাহারে সম্বল করিয়া দিয়া শূন্য দেহ লইয়া শবরূপে সর্ব্বকাল যাপন করিতেছি যদ্যপি আমার কা-লেতে ঐকান্ত হয় করে তবে বর্ষাকাল গতে হিমকাল পাঁচই কার্ত্তিক বৈকালে শ্রীমুখ চন্দ্রিমা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরমাপ্যায়িত হইব ইতি।

শিরনাম।

স্নেহ সরস্বাশ্রিতে প্রাণতোষিকে প্রাণাধিকে শ্রীমতী
শান্তকুমারী জ্ঞানকুমারী দুঃখহারী আমার প্রাণেষু।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা সহোদর এবং বৈমাত্রেয় ও জ্যেঠিস খুড়তুত
ও মামাত ও পিসতুত ও মাসতুত ইত্যাদি কয়েক
ব্যক্তিকে পত্র লিখিবার ধারা।

ঐ সম্পর্কীয় ব্যক্তির আকার উত্তর। ৮১ পত্র।

সেবক শ্রীনন্দকুমার দাসবসু প্রণামঃ সংখ্যাভিবিজ্ঞ নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ স্মরণাৎ একুশীতি জ্ঞান রহিত ভৃত্যের ঐহিক পারত্রিক কায়িক বাচনিক সর্ব্বার্থে শুভদৃষ্টি ভবতাদ্বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ দাদামহাশয়
শ্রীচরণোপান্তেষু।

জ্যেঠিস ও খুড়তুত ইত্যাদিকে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বসু
দাদা মহাশয় কিম্বা শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ সরকার
তৃতীয় দাদা মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

প্রত্যুত্তর।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহোদর ও বৈমাত্রেয় জ্যেঠতত খুড়তত ও
মামাত ও পিসতত ও মাসতত ইত্যাদি কয়েক
ব্যক্তিকে পত্র লিখিবার ধারা।

ঐ সম্পর্কীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের উক্তি।

॥ ৮২ পত্র ॥

অতুলৈশ্বর্য্য প্রদানার্থ ভর্ত্তু সাধনাবলক শ্রীমহেন্দ্রমোহন দাসবসু পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমার রাজ্যশক্তি শ্রীশ্রী করিতেছে তাহাতে অত্রানন্দ পরং।

কিম্বা অবশ্য পূর্ণ শ্রীমহেন্দ্রমোহন দাসবসু পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী করিতেছেন তাহাতে অত্রানন্দ পরং।

শিরনাম।

অপরিমিত সঙ্গাশ্রিত প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত নন্দকুমার দাসবসু
ভ্রাতাজীউ চিরজীবেষু।

জ্যেষ্ঠ সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভগিনী ও জ্যেঠতত
ভগিনী ও খুড়তত ভগিনী ও মামাত ভগিনী ও
মাসতত ভগিনী ও পিসতত ভগিনী ইত্যাদি
স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার ধারা।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি।

। ৮৩ পত্র।

প্রণামাবনত ভৃত্য শ্রীশিবলক্ষ্মণ দেবশর্ম্মণঃ
প্রণামা শতকোটি নিবেদনঞ্চাগে শ্রীমতীর শ্রীচরণ ধ্যান করণাৎ এ ভৃত্যের সর্ব্বাঙ্গিক নিস্তার সদ্ বিশেষ।

শিরনাম।

পরমপূজনীয়া শ্রীমতী জ্যেষ্ঠা ভগিনী দিদি ঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু।

প্রত্যুত্তর।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহোদর ও বৈমাত্রেয় ও জেঠতত ও খুড়

তত ও পিসতত ও মামাত ও মাসতত ইত্যাদি

কয়েক ব্যক্তিকে পত্র লিখিবার ধারা।

ঐ সকল কনিষ্ঠা ভগ্নির উক্তি।

॥ ৮৬ পত্র ॥

স্নেহানুগ্রহাকাংক্ষিণী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী প্রণামাঃ শত সহস্র নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ সাক্ষিধ্যে কনে অত্র মঙ্গল বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতা দাদা মহাশয়

কিম্বা মধ্যম দাদা মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

জ্যেষ্ঠাভগ্নী সহোদরা ও বৈমাত্রেয় ও জেঠতত ও খুড়

তত ও মামাত ও পিসতত ও মাসতত ইত্যাদি

কয়েক ব্যক্তি জ্যেষ্ঠাভগ্নীকে পত্র

লিখিবার ধারা।

ঐ সকল কনিষ্ঠ ভগ্নীর উক্তি।

॥ ৮৭ পত্র ॥

শ্রীচরণ সরোজ প্রেয়সী স্নেহাভিলাষী শ্রীমতী বঙ্গবিলাসী দাস্যা প্রণতি স্তুতি মিনতি পূর্ব্বক শত শত নিবেদনঞ্চাগে শ্রীমতী পাদপল্লবাশ্রয় সমাশ্রয় মাত্রে অত্র কুশল বিশেষঃ পরে নিবেদন মধ্যম ভগ্নীপতি মহাশয় সাহেবের সহিত উত্তরদেশ গিয়াছেন তাহার চাকরির কি হইয়াছে সংবাদ না পাওয়াতে ভাবিত আছি পরে আমার শুভাশুভের বিষয় সকলি জ্ঞাত আছেন লিখিয়াকি জানাইব চট্টোগ্রাম হইতে চাকরি করিয়া গৃহে আসিয়াছেন তাহা পরম্পরায় শুনিয়া থাকিবেন জলদোষের পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে স

হীর ব্যাধি মন্দির চারা কিছুই বিবেচনা করিয়া সমোচিত চিকিৎসাপত্র করিবার অনুবন্ধ বাজুবন্ধ বন্ধক রাখিয়া বাইশ টাকা আনাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে বারোটাকা মূল লইয়া স্থানান্তরে গিয়াছে অতএব বিধাতা পুরুষের সহিত যদ্যপি সাক্ষাৎ হয় তবে জিজ্ঞাসা করি আমার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছে আমাকে কোন বিধাতায় গড়িয়াছে ছিছি এমন পোড়া কপাল করিয়াছিলাম যে একদিন মনের সুখে রহিলাম না এমন অবস্থায় সম্প্রতি আশীর্ব্বাদ কর হাতের নোহা বজায় থাকুক মায়ের বাছা মায়ের কাছে গিয়া কাটনা কাটিয়া খাইব না হয় তুমি লক্ষ্মী তোমার বাটীতে গিয়া তোমার ছেলে পিলেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একমুষ্টি পেটের অন্ন মোটা বস্ত্র স্বচ্ছন্দে পাইতে পারিব এত যাতনা ভোগ করণের আবশ্যক কি অধিক কি লিখিব নিবেদন মিতি

শিরনামা।

সদা সুখাভিলাষাশীর্ব্বাদ রাশিকা সং প্রতিপালিকা
জ্যেষ্ঠভগ্নী দিদি বড়দিদী শ্রীমতী চন্দ্রকলা
ঠাকুরাণী শ্রীচরণ সরোজেষু।

কনিষ্ঠা সহোদরা ও বৈমাত্রেয় ও জ্যেষ্ঠতত ও
খুড়তত ও মামাত ও পিসতত মাসতত ইত্যাদি
কয়েক ব্যক্তি কনিষ্ঠা ভগ্নীকে পত্র লিখিবার ধারা।
ঐ সকল সম্পর্কীয় ভগ্নির উক্তি। ৮৮ পত্র।

পরমাশীর্ব্বাদ প্রদায়িকা সদা মঙ্গল ভাবিকে শ্রীমতী চন্দ্রকলা দাসী পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাগে পরম প্রিয়তমা প্রিয়তর ভাবনা ভব হইয়াছে অত্র শুভবিশেষঃ।

দ্বিতীয় পাঠ।

কিম্বা প্রতিপাল্যা শ্রীমতী চন্দ্রকলা দাস্যাঃ পরম শুভা-

মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য রম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদন ঞ্চাদৌ মহাপ্রভুর শ্রীপাদ সরোজ স্মরণ মাত্রে অত্র শুভাবি শেষ পরং নিবেদন মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চির কাল কালযাপন করিতেছেন যে কালে এ দাসীর কালরূপ লগনে পদক্ষেপণ করিতেছেন সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয় কালের কাল প্রাপ্ত হইতেছে অতএব পরকালের কাল রূপকে কিঞ্চিত্কাল গণনা করা দুইকালের সুখোদয় বিবেচনা করিবেন দ্বিতীয় কালের সাধনের ধন আদরাযুক্ত তৃতীয় কালে কালানুসারে কালকূট বোধহইবেক অতএব বহুকাল কালরূপ মনে উদ্ভব হয় যে আগত কালে আগত প্রায় এই রূপে আগত আগত ভাবিতেং রূপরাগত উদরয় অধঃগত প্রায় হইয়াছে অতএব জাগ্রত নিদ্রিতা ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বকে শ্রীচরণ যুগে স্থানং প্রদানং করু নিবেদন ইতি

শিরনামা।

অহিক পারত্রিক নিস্তার কর্তৃক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয়

প্রদানেষু।

ঐ সম্পর্কীয় দ্বিতীয় পাঠ।

স্বামীকে স্ত্রীর পত্র লিখিবার ধারা।

স্ত্রীর উক্তি। ৯০ পত্র।

শ্রীচরণ সেবনাকাংক্ষিণেবিকা শ্রীমতী গৌরীমণি দাসী প্রণাম্য শতসহস্র নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ স্মরণ মাত্রে অত্র মঙ্গল বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত মধ্যম ঘোষজ মহাশয়

সমাশ্রয়েষু।

শিরনামা।

পরম প্রিয়বর দেবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ দাসবসু
মহাশয় চিরজীবেষু।

জ্যেষ্ঠ শ্যালক ও জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি এই দুই ব্যক্তিকে
পত্র লিখিবার ধারা।

কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি ও কনিষ্ঠ শ্যালকের উক্তি।

২৬ পত্র।

আজ্ঞাকারী শ্রীগঙ্গাকিশোর দাস ঘোষস্য।
সবিনয় পুরঃসর নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের অনুগ্রহ মাত্রে অত্র শুভবিশেষ।

শিরনামা।

মহোদর সদৃশ মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসুজ
মহাশয় প্রতিপালকেষু

প্রত্যুত্তর।

কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি ও কনিষ্ঠ শ্যালককে পত্র লিখিবার ধারা।
জ্যেষ্ঠ শ্যালক ও জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতির উক্তি।

২৭ পত্র।

অশেষ গুণাশ্রয় শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস বসু মহাশয় শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার কুশলে কুশল অবগত মাত্রে অত্র শুভবিশেষ।

শিরনামা।

সর্বশুভাভিষিক্ত শ্রীযুক্ত গঙ্গাকিশোর ঘোষজ
মহাশয়েষু।

জ্যেষ্ঠাননদ ও জ্যেষ্ঠা ভাজ এই দুই ব্যক্তি স্ত্রীলোককে
স্ত্রীলোকের পত্র লিখিবার ধারা।

কনিষ্ঠা ননদ ও কনিষ্ঠা ভাজ এই দুই স্ত্রীলোকের উক্তি।

২৮ পত্র।

অনুগ্রহাশ্রিতে প্রতিপালিতে শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসী।

প্রণাম। নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীমতির শ্রীঅংশাশীর্ব্বাদে অত্র শুভ বিশেষঃ। শিরনাম।

পরম বন্দনীয়া শ্রীমতী জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নী কিম্বা পতিস্বসা ঠাকুরাণী আশীর্ব্বাদ প্রদায়িনী সুপ্রসন্নাসু।

প্রত্যুত্তর।

কনিষ্ঠা ননদ ও কনিষ্ঠা ভাজ এই দুই ব্যক্তি স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার ধারা।

জ্যেষ্ঠা ননদ ও জ্যেষ্ঠা ভাজ এই দুই স্ত্রীলোকের উক্তি। ৯৯ পত্র।

সৌভাগ্যাদুক্তে ভবদীয় ভাবিকে শ্রীমতী রাধামণি দাসী। পরম সুকল্যাণ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিরন্তর একান্তর ভাব ভব ভঙ্গিতে অত্র শুভ বিশেষ।

শিরনাম।

নিরানন্দ হরা প্রিয়বরা শ্রীমতী কৃষ্ণমণি দাসী নির্ব্বালিশি আদরামৃতাভিষিক্তেষু।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যকে পত্র লিখিবার ধারা।

চাতুর্ব্বিধ জাতীয় ছাত্রের উক্তি।

১০০ পত্র।

পদাবনত ভৃত্য শ্রীঅম্বিকাচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

প্রণম্য পরিমাণাতিরিক্ত নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীগুরুদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রীচরণ কণা কিরনাঞ্জন গ্রহণ মাত্রে দিব্য জ্ঞান লোচনান্ধকার বিমোচন বিশেষ।

শিরনাম।

দেহান্ত মরণ অধীর দোষ বিনাশ জ্ঞানাভিলাষ প্রকাশ করা কর্ত্তৃক সদা শুভাশীর্ব্বাদক প্রত্যাধিক শ্রীগঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য্য গুরুদেব ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ সরসিরুহরাজেষু।

প্রত্যুত্তর ।

॥ ১০১ পত্র ॥

সদা শুভাশীর্ব্বাদ দায়ক শ্রীগঙ্গাকিশোর দেবশর্ম্মণঃ ।

পরম প্রয়োজন লাভ ভাব বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার সুধী রক্ত সৌরভ গৌরব অতুল বৈভব ভবদাবা অনাতুর নিরন্তর প্রার্থনা পূর্ব্বকে অস্মাকং শুভমিশেষঃ ।

শিরনামা ।

সদা সাত্ত্বিক ভূষিত আস্তিক গুণসাগর পরম প্রিয়বর
শ্রীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যাবাগীশ
সুধীরক্ত সুস্থিরেষু
কিম্বা শ্রীযুক্ত রাধামোহন সেন দাস
চিরঞ্জীবেষু ।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।

তৃতীয় খণ্ডারম্ভঃ ।

ব্রাহ্মণ শিষ্যকে গুরুর পত্র লিখনাদি ধারা ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি জাতি পুরুষ

ছাত্রের উক্তি । ১০২ ।

অনুগত ভৃত্য শ্রীভৈরবীশঙ্কর দেবশর্ম্মণঃ ।

কিম্বা দাস ঘোষ প্রণামা সংখ্যাতিরিক্ত নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ স্মরণাভরণ করণ মাত্রে শুভমিশেষ ।

শিরনামা ।

পরমারাধনীয় পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত গয়ারাম চক্রবর্ত্তী জ্ঞানোপদেশক গুরু ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণারবিন্দেষু ।

প্রত্যুত্তর।

অবশ্য পোষ্য শ্রীগঙ্গারাম দেবশর্ম্মণঃ।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ স্থানে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে আমার সর্ব্বার্থে মঙ্গল হয় বিশেষ।

শিরনামা।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত ভৈরবীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
মনোভীষ্ট সিদ্ধেষু।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই তিন জাতি শিক্ষাগুরুকে
পত্র লিখিবার ধারা ব্রাহ্মণ ছাত্রের উক্তি।

১০৩ পত্র।

আজ্ঞাকারী শ্রী অশোশ্বরাম দেবশর্ম্মণঃ।

পরম শুভাশীরাং রাশয়ঃসন্তু পরং মহাশয়ের অনুগ্রহাশ্রয় মাত্রে শুভ বিশেষ।

শিরনামা।

জ্ঞানাক্ষি প্রদায়ক শ্রীযুক্ত ঘণ্টেশ্বর মাহেন্দ্র
শিক্ষাগুরু মহাশয় সমাশ্রয়েষু।

এই শিরনামা ধারাতে অন্য অন্য শিক্ষা গুরুকে উপাধি বিশেষ করিয়া লিখিবেক।

ক্ষত্রিয় শিক্ষাগুরুকে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই তিন জাতি
ছাত্র সেবক শ্রীপাঠ ধারা মাফিক বিশেষ
করিয়া লিখিবেক।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণ ছাত্রকে পত্র লিখিবার ধারা। ১০৪ পত্র।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই তিন জাতি শিক্ষাগুরুর উক্তি।

সেবক শ্রীঘণ্টেশ্বর মাহেন্দ্র কিম্বা বৈশ্যবর্ণে লিখিবেক শ্রীকামদেব দাস কিম্বা সেন গুপ্ত কিম্বা শূদ্রবর্ণে লিখিবেক

দাস ঘোষ কিম্বা দাস বসু প্রণামানন্তর নিবেদনঞ্চাগে
আপনকার অনুগ্রহাশ্রয়ে মাত্রে অত্র শুভ বিশেষ :

শিরনামা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অশোকনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
বাবাজীউ সমানুগ্রহিকেষু।

মুসলমান শিক্ষা গুরুকে পত্র লিখিবার ধারা।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি জাতির উক্তিঃ।

। ১০৫ পত্র।

খাকেরদার বান্দা শ্রীকৈলাশচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।
কিম্বা বর্ম্মণঃ কিম্বা সেনস্য গুপ্তস্য কিম্বা দাসস্য ঘোষস্য
সেলাম বহুত বহুত ছাহেবের কদম পাইনারক্তে বান্দার তা
মাম খেএরখোবিসোদ।

শিরনামা।

হেপাজত কোনেন্দারনা হামাহের কোদস্তা
শ্রীছেকেরামৎ আলি ওস্তাদ জী সাহেব কদমেষু।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর্বিধ সকলকে
পত্র লিখিবার ধারা।
মুসলমান শিক্ষা গুরুর উক্তিঃ।

। ১০৬ পত্র।

বাদওসলত পরবেশে এক্তমাত্র ফেরমার শ্রীমিরকেরাম-
আলি দোয়া বহুত বহুত তোমার হক আদায় এরদার হক
তালা মরওসায় হামেহাল খোনজ নশিনী বাহাল ছুরত
বমোস্তরে গরিব দোয়াকোনেন্দার গমার ছুরত বেহেতর
শোদ।

শিরনামা।

নেক কেরদার শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাপাজান জেন্দেগানি খোস্তারা বাহাদেষু।

শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়াণী বৈশ্যানী এবং শূদ্রাণী এই চাতুর্ব্বিধ
জাতি স্ত্রীলোকের উক্তি।

॥ ১০৭ পত্র ॥

জ্ঞানাঞ্জন উপার্জ্জন নিমিত্ত পদারবিন্দে দাস্যা।

শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী প্রণম্য শতকোটি নিবেদনঞ্চাসৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদে এ সেবকের অধীরক্ত কুবত্তর বিশেষ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
শিক্ষাগুরু মহাশয় শ্রীচরণ সরোজেষু।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়াণী বৈশ্যানী এবং শূদ্রাণী এই চাতুর্ব্বিধ
জাতি স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার ধারা।
ব্রাহ্মণ শিক্ষাগুরুর উক্তিঃ।

॥ ১০৮ পত্র ॥

পরম শুভাশীর্ব্বাদ শ্রীনিরঞ্জন দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীষাং রাশয়ঃসন্তু পরং শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে মঙ্গলঞ্চ সর্ব্বদা প্রার্থনা পূর্ব্বকে অত্র শুভং বিশেষ।

শিরনামা।

পরম কল্যাণীয় শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী কিম্বা দাসী সাবিত্রী সদৃশাভব কিম্বা যদ্যপি বিধবাকে লিখে তবে লিখিবেক ধর্ম্ম সমালাভব।

মুসলমান শিক্ষাগুরুকে পত্র লিখিবার ধারা।
ঐ চাতুর্ব্বিধ জাতি স্ত্রীলোকের উক্তিঃ।

। ১০৯ পত্র।

দোয়া দৌলত ইয়াফন এরাদৎকরদনী শ্রীমতী গুরুদাসী

দেবী বন্দিগী বেহুদা আরজ বহুজুর শ্রীযুক্ত ওস্তাদ সাহেবের কদম পাহানা ছুবক্তে তোমার খেয়ের খোবিনোদ।

শিরনামঃ।

হরহৌনরে গোলরবাগ হুএল কোনেন্দা
শ্রীসেখ আসফালি ওস্তাদ ছাহেব
কদমেষু।

চাতুর্ব্বিধ জাতি স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার ধারা।

মুসলমান শিক্ষাগুরুর উক্তি।

। ১১০ পত্র।

সেকরকোনেন্দা শ্রীসেখ আসরফালি দোয়া বহুত বহুত কাদে বেওলাত আজেদেগানি তহুরক ত্রিমনুজ করনে বান্দার বেহেতের সোদ।

শিরনামা।

বহোজ সাজাক বনেক নক্ষেদগালি উম্মালুত কাদ শ্রী
শ্রীমতী গুরুদাসী দেবী আউরত একনেক
বেহেক্তেকেনু।

ব্রাহ্মণ রাজাকে পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণ প্রজার উক্তি।

। ১১১ পত্র।

অধিকারস্থ প্রান্তর্ভাগাস্থঃ স্থিতঃ দুঃখিত ভিক্ষাহারী আজ্ঞাকারী শ্রীচন্দ্রচুড় দেবশর্ম্মণঃ শ্রীমন্মহারাজার বিপক্ষ পক্ষ ক্ষয়তি আশীর্ব্বাদ নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের স্থিরতর কমলা প্রিয়সা সফল মাত্রে সর্ব্বত্র শুভামিহশেষঃ।

শিরনামা।

ধনেশ তুল্য ধনী বক্তি শিরোমণি নৃপমণি
শ্রীল শ্রীযুক্ত জনমেজয় ভট্টাচার্য্য জমীদার মহাশয়
প্রবল প্রতাপেষু।

শ্রীজনমেজয় দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদং আবরণমেতৎ
তোমার সুখ স্বচ্ছন্দে সদানন্দে অত্রানন্দ বিশেষ।

শিরনামা।

সদাশুভানুচিন্তিত পরমকল্যাণীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ
বর্ম্মণঃ কিম্বা গুপ্ত বসু পরম কল্যাণবরেষু।

ঐ ব্রাহ্মণ রাজাকে পত্র লিখিবার ধারা।

মুসলমান প্রজার উক্তি।

॥ ১১৫ পত্র ॥

রোজ বরোজ বাহাল জমীদার বোলন্দ বেহেস্তরি মেহর
কোনেন্দা শ্রীসেখ ফকীরাদ্দ বন্দেগী বহুত বহুত শ্রীযুক্ত
জমীদার ছাহেবের এনছানি মেহেরবানি দুরস্ত বান্দার
বেহেস্তের সোদ।

শিরনামা।

আউয়াল আখবরতাপিস্ত হকতালা ভজুর দোস্তি মজাও-
দারদার জমীদার শ্রীযুক্ত জনমেজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়
গভীর পরবেকশরেষু।

প্রত্যুত্তর।

মুসলমান প্রজাকে পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণ রাজার উক্তি।

॥ ১১৬ পত্র ॥

বেখেরাজ পারওয়রশ ইয়াফতা দোয়াকোনেন্দা
শ্রীজনমেজয় দেবশর্ম্মণঃ তোমার দৌলত খয়ের খোয়ি
আউয়াল বেহেতোর শ্রীশ্রী দরওয়াশ্রেবরক্ত মরাজ্য
দুরস্ত বান্দার বেহেতর সোদ।

শিরনামা।

মবহামদোয়া কোনেন্দা শ্রীসেখ ফকিরীন্দা ছাহেব
মেহেরবাণী অকরমুলাহেমহারেষু।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতি জমীদারকে
পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণের উক্তি। ১১৭ পত্র।

শ্রীশ্রী অর্চ্চনানন্তর নিরন্তর আশীর্ব্বাদ শ্রীউমাকান্ত দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ শ্রীযুক্ত মহারাজের অতুলৈশ্বর্য্য গাম্ভীর্য্য ধীরতার প্রাখর্য্য দৈব শক্তির আশ্চর্য্য জ্ঞানযোগের মাধুর্য্য সুবিচারের সৌন্দর্য্যতা বসুমতী বাহুল্যতা কমলায় অচলতা অচল স্থিতা সকলতা করণাৎ এ অধিকারস্থ আশীর্ব্বাদকের সমস্ত শুভবিশেষঃ।

শিরনামা।

সদা অচ্যুতানন্দ ভাবক স্তাবক অসংখ্য দীন প্রতিপালক শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার মাহাতা কিম্বা বাবু চন্দ্রকুমার রায় কিম্বা বাবু গঙ্গাকুমার ঘোষক জমীদার মহাশয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ভারে গভীর গৌরবেষু।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতি জমীদারের
উক্তি। ১১৮ পত্র।

সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদাকাংক্ষিত চিহ্নিত শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীসূর্য্যকুমার বর্ম্মণ কিম্বা চন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত কিম্বা গঙ্গাকুমার দাস ঘোষ প্রণামা সংখ্যাতিরিক্ত নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রেয়ংশাশীর্ব্বাদে প্রকাশ প্রাপ্ত মাত্রে সাধিকার সর্ব্বত্র শুভবিশেষ।

শিরনামা।

সদা জিতেন্দ্রিয় প্রিয় পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়
সমাধিকার পবিত্রেষু।

ক্ষত্রিয় জমীদারকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় প্রজার উক্তিঃ।

১১৯ পত্র।

আজ্ঞাকারি প্রতিপাল্য শ্রীনছমনরাম বর্ম্মণঃ প্রণামা সংখ্যা বৈভব সন্তু নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীযুক্ত জমীদার মহাশয়ের অতুলৈশ্বর্য্য শ্রীশ্রী করিতেছেন তস্মৈতে অত্র শুভমিশেষঃ।

শিরনামা।

প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র মাহেন্দ্র জমীদার মহাশয় অচলা কমলাশ্রয়েষু।

প্রত্যুত্তর।

ক্ষত্রিয় প্রজাকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় জমীদারের উক্তিঃ।

১২০ পত্র।

ভবন্মঙ্গলাকাঙ্খি শ্রীগিরীশচন্দ্র বর্ম্মণঃ নমস্কারা বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার গৌরবাদি সর্ব্বাদিপদ্ভ্যস্তু জন্তু প্রদায়ক পদারবিন্দে প্রার্থনা পূর্ব্বক অত্র শুভাশেষং।

শিরনামা।

নানা গুণাভরণ ভূষিতা সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত নছমনরাম মাহাতা মহাশয়েষু।

ক্ষত্রিয় জমীদারকে পত্র লিখিবার ধারা

বৈশ্য ও শূদ্রের উক্তিঃ।

নিতান্তঃ প্রতিপাল্য শ্রীপরশুরাম সেন গুপ্ত কিম্বা দাস ঘোষ প্রণামা পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীযুক্ত জমীদার মহাশয়ের অতুল বৈভব সদা সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা পূর্ব্বকে অত্র মঙ্গল বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরমার্চ্চনীয় সদাশ্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র মাহেন্দ্র জমীদার মহাশয় অসংখ্য দীন প্রতিপালকেষু

প্রত্যুত্তর।

বৈশ্য ও শূদ্র প্রজাকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় জমীদারের উক্তিঃ।

১২৩ পত্র।

ভবৎ সুখাভিলাষ প্রিয়াসকারি শ্রীগিরীশচন্দ্র বর্ম্মণঃ। নমস্কারা নিবেদনমিদং তোমার অতুলোদ্ভব গৌরব শ্রীশ্রী৮ করিতেছেন তাহাতে অত্র শুভম্বিশেষঃ।

শিরনামা।

সদাসুজনার পরম প্রিয়বর শ্রীযুক্ত পরশুরাম সেন কিম্বা বসু অতুল বৈভব প্রাপ্তেষু।

বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতি জমীদারকে পত্র লিখিবার ধারা ক্ষত্রিয় প্রজার উক্তিঃ।

১২৪ পত্র।

ভবন বৈভবাভিলাষ প্রিয়াসকারি শ্রীপঞ্চহাজারী বর্ম্মণঃ নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীযুক্ত জমীদার মহাশয়ের মহো- ন্নতি শ্রীপতি অহরহ করিতেছেন তস্মেতে অত্র শুভম্বিশেষঃ।

শিরনামা।

সদা সদাশ্রিয় স্বধর্ম্মপ্রিয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু বিনদ- বেহারি সেন কিম্বা বসুজ জমীদার মহাশয় যশ সৌজন্যতা সফলতা প্রাপ্তেষু।

প্রত্যুত্তর।

ক্ষত্রিয় প্রজাকে পত্র লিখিবার ধারা।

বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতি জমীদারের উক্তিঃ।

দণ্ডাখণ্ড প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা ধিরাজ তিলকচন্দ্র রায়বাহাদুর অসংখ্যদীন প্রতিপালকেষু।

ব্রাহ্মণ মহাজনকে পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণ খাতকের উক্তিঃ।

১৩০ পত্র।

আজ্ঞাকারী শ্রীগৌরীশঙ্কর দেবশর্ম্মণঃ সবিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের কৃপাবলোকন কল্পবৃক্ষ ছায়াবলম্বন মাত্রে অত্র শুভবিশেষঃ।

শিরোনামা।

কমলাশ্রিত সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভদ্রাশঙ্কর ত্রিবেদী
মহাশয় মহৎ প্রতিপালকেষু।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণ খাতককে পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণ মহাজনের উক্তি।

১৩১ পত্র।

শুভা শ্রীভদ্রাশঙ্কর দেবশর্ম্মণঃ সমাশিষঃ নিবেদনঞ্চাদৌ তোমার সুমঙ্গল শ্রীশ্রী করিতেছেন তাহাতে আত্মানন্দ পরং।

শিরোনামা।

শুভাশীর্ব্বাদ শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ত্রিবেদী।
মহাশয় সদাশয় চরিত্রেষু

ব্রাহ্মণ মহাজনকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতি খাতকের উক্তি।

১৩২ পত্র।

সেবক শ্রীগোপালচন্দ্রবর্ম্মণঃ কিম্বা করগুপ্ত কিম্বা দাস মিত্র প্রণাম শতসহস্র নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ সেবকের ঐহিকপারত্রিকের নিস্তার হয় বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিবলক্ষ্মণ কুশড়ি মহাশয়
শ্রীচরণ যুগলেষু।

প্রত্যুত্তর।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতি খাতকে
পত্র লিখিবার ধারা।

॥ ১৩৩ পত্র ॥

ব্রাহ্মণ মহাজনের উক্তি।

নিত্যাশ্রিত শ্রীশিবলক্ষ্মণ দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ রাশয়ঃসন্তু পরং তোমার সুস্থিরা কমলা শ্রীশ্রীকরিতেছেন তাহাতে অত্র শুভম্বিশেষঃ। শিরনামা।

মহামহিমাপন্ন সর্ব্বগুণসম্পন্ন শ্রীল শ্রীযুক্ত খোসহালচন্দ্র সেন কিম্বা গুপ্ত মিত্র চিরঞ্জীবেষু।

ব্রাহ্মণ মহাজনকে পত্র লিখিবার ধারা।

মুসলমান খাতকের উক্তিঃ।

১৩৪ পত্র।

ফরমাবরদার শ্রীসেখ হবিতোল্লা ছালাম বন্দেগি আরোজ নিবেদনঞ্চাগে শ্রীযুক্ত ঠাকুরজীর নেক শ্রীশ্রীদরগায় হামেহাল মেহের করণে বান্দার নোকরর হয় বিশেষঃ।

শিরনামা।

খোদা বেগানি নেক জেন্দেগানি শ্রীযুক্ত শিবলক্ষ্মণ কুশড়ি মহাশয় নেক নজর করমুদয়েষু।

প্রত্যুত্তর।

মুসলমান খাতককে পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণ মহাজনের উক্তিঃ।

১৩৫ পত্র।

দোয়াকোনেন্দা শ্রীশিবলক্ষ্মণ দেবশর্ম্মণঃ বন্দেগী বিস্তা

পনঞ্চাগে তোমার খেয়ের খোবি শ্রীশ্রী করিতেছেন তাহা তে অত্র মঙ্গল বিশেষঃ।

শিরনামা।

নবিন নয়া জেষ কোনেন্দা শ্রী সেখ হবিতোল্লা সোকর বরেষু।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র্য এই তিন জাতি মহাজনকে পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণ খাতকের উক্তি।

১৩৬ পত্র।

শ্রীশ্রীঅক্ষনাম্নেরে নিরন্তর আশীর্ব্বাদক শ্রীকুবেরচন্দ্র দেব শর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার সদা সুমঙ্গল শ্রীশ্রী করিতেছেন তাহাতে অত্র মঙ্গল বিশেষঃ।

শিরনামা।

প্রিয়প্রিয় ধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বরাম ব্রাতা কিম্বা কর গুপ্ত পালিত মহাশয় মৎ প্রতিপালকেষু।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণ খাতককে পত্র লিখিবার ধারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র্য এই তিন জাতি মহাজনের উক্তিঃ

। ১৩৭ পত্র।

শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীহরদয়াল বর্ম্মণঃ কিম্বা কর গুপ্ত দাস পালিত প্রণাম নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এসেবকের মঙ্গল হয় বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত কুবেরচন্দ্র গড়গড়ী মহাশয় শ্রীচরণেষু।

ক্ষত্রিয় মহাজনকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় খাতকের উক্তিঃ।

১৩৮ পত্র।

অজ্ঞাকারি শ্রীশিবগোপাল বর্ম্মণঃ নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ বাবুজী মহাশয়ের অনুগ্রহাশ্রয় মাত্রে, অত্র শুভবিশেষঃ। শিরনামা।

সর্ব্বগুণাবলম্বিত শ্রীযুক্ত বাবু বালগোপাল মেহের
মহাশয় সমারাদ্ধেষু।

প্রত্যুত্তর।

ক্ষত্রিয় থাককে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় মহাজনের উক্তিঃ।

১৩৯ পত্র।

ভবন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণ শ্রীবালগোপাল বর্ম্মণঃ প্রিয়া নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ তোমার সুমঙ্গলে আমার সর্ব্বদা মঙ্গলম্বিশেষঃ।

শিরনামা।

গুণাতিরিক্ত সৌজন্যতা বিশিষ্ট শ্রীযুক্ত শিবগোপাল
মাহাত্মা সর্ব্বগুণাবলম্বিতেষু।

ক্ষত্রিয় মহাজনকে পত্র লিখিবার ধারা।

বৈশ্য ও শূদ্র এইদুই জাতি থাককের উক্তি।

১৪০ পত্র।

প্রতিপাল্য শ্রীপুরন্দর সেন গুপ্ত দাস পালিত সবিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীযুক্ত বাবুজী মহাশয়ের অনুগ্রহাবলম্বনে অত্র শুভাম্বিশেষঃ।

শিরনামা।

পরমারাধিয় শ্রীযুক্ত বাবু আলমচন্দ্র মেহের
মহাশয় পরম ধার্ম্মিকেষু।

প্রত্যুত্তর।

বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতি থাককে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় মহাজনের উক্তিঃ।

১৪১ পত্র।

পোষ্য শ্রীআলমচন্দ্র বর্ম্মণঃ পরম প্রিয়বর বিজ্ঞাপনঞ্চা
দৌ তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রীদ্বারায় প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে
অত্রানন্দ পরং।

শিরনাম।

সর্ব্ব ধর্ম্মাশ্রিত শ্রীযুক্ত পুরন্দর সেন গুপ্ত কিম্বা পালিত
সদা সৎ চরিত্রেষু।

বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতি মহাজনকে পত্র লিখিবার দ্বারা
ক্ষত্রিয় খাতকের উক্তিঃ।

১৪২ পত্র।

প্রতিপালিত শ্রীউমেশচন্দ্র বর্ম্মণঃ পরমাপ্যায়িত পূর্ব্বক
নিবেদনঞ্চাদৌ আপনকার অতুল বৈভব অবদারা পদ
রাশে প্রার্থনা পূর্ব্বক অত্র কুশলম্বিশেষঃ।

শিরনাম।

মমাশ্রয় কর্ত্তৃক শ্রীকৌশল্যাকিশোর কয্যাধি
মহাশয় সদাশয়েষু।

প্রত্যুত্তর।

ক্ষত্রিয় খাতককে পত্র লিখিবার দ্বারা।
মহাজন বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতির উক্তি।

১৪৩ পত্র।

ভবন সুখাভিলাষাকাঙ্ক্ষিণ শ্রীকৌশল্যাকিশোর করগুপ্ত
কিম্বা দাসবসু পরম ভাজনবর বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার
রাজপ্রতাপ অনবরত প্রার্থনা পূর্ব্বকে অত্র শুভম্বিশেষঃ।

শিরনাম।

সর্ব্ব গুণান্বিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মাহাত্ম্য পরম
পবিত্রান্তঃকরণেষু।

মুসলমান মহাজনকে পত্র লিখিবার ধারা।
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি
খাতকের উক্তি।

। ১৪৪ পত্র।

বন্দের মেহেরবানি শ্রীসোমনাথ দেবশর্ম্মণঃ কিম্বা বর্ম্মণঃ কিম্বা সেন গুপ্ত কিম্বা দাস মিত্র ছেলাম বেসুমার বাদ সাহেবের মেহেরবাণি ছাহেবের মুরাত এ গরিবের গয়রা বেহেস্তের সোদ।

শিরনামা।

গরিব পরওয়র শ্রীসেখ আসরুদ্দীন ছাহেব
সেকরওসনেষু।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই চারি জাতি
খাতককে পত্র লিখিবার ধারা।
মুসলমান মহাজনের উক্তি।

। ১৪৫ পত্র।

নওয়াজেব মেনককোনেন্দা শ্রীসেখ আসরুদ্দীন বাজ বন্দিগী ইয়াপ্তন করমুদা বেহেস্তের সোমাইনেরা মারা বেহেস্তের সোদ।

শিরনামা।

বএছানিবদরদেল খোসকেরদার
শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখর্জা কিম্বা মাহাতা কিম্বা সেন গুপ্ত
কিম্বা মিত্র খোস্তাবা বাহাদেষু।

ব্রাহ্মণ মনিবকে পত্র লিখিবার ধারা।
ব্রাহ্মণ চাকরের উক্তি।

।। ১৪৬ পত্র।।

আজ্ঞাকারী শ্রীকেদারনাথ দেবশর্ম্মণঃ সবিনয় পুর্ব্বক

নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীমুখমণ্ডল স্ফুরিত শ্রীআজ্ঞা প্রতিপালক মাত্রে অত্র শুভবিশেষঃ।

শিরনামা।

পরম বন্দনীয় শ্রীযুক্ত শিবচৈতন্য কুলভি মহাশয়

মৎ প্রতিপালকেষু।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণ চাকরকে পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণ মনিবের উক্তি।

॥ ১৪৭ পত্র ॥

ভবন সুখাভিলাষ শ্রীশিবচৈতন্য দেবশর্ম্মণঃ

পরম প্রিয় জনাস্তু নিবেদনঞ্চাদৌ তোমার মনোভীষ্ট মঙ্গল মাত্রে অত্র শুভবিশেষ।

শিরনামা।

পরমসুভাজনবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ পাকড়াশি জিলা

নিশি কাশীবাসী প্রশাসিনয়েষু।

ব্রাহ্মণ মনিবকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতি চাকরের

উক্ত। ১৪৮ পত্র।

পদাবনত ভৃত্যানুভৃত্য প্রসাদে পরিপালিত শ্রীজনকী বল্লভ বর্ম্মণঃ কিম্বা কর গুপ্ত কিম্বা দাস মিত্র প্রণামাসংখ্য-কোটি নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ পল্লবাশ্রয় মাত্রে অত্র শুভবিশেষ। শিরনামা।

আহিক পারত্রিক নিস্তার কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত কোকিলকণ্ঠ

দীর্ঘাঙ্গি মহাশয় অসংখ্য দীন

প্রতিপালকেষু।

প্রত্যুত্তর।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতি চাকরকে

পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণ মনিবের উক্তিঃ।

। ১৪৯ পত্র।

পূষ্য শ্রীকোকিলকণ্ঠ দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু পরং তোমার কুশলারবিন্দ মকরন্দ সৌরভ গ্রহণ মাত্রে অত্র শুভম্বিশেষঃ।

শিরনামা।

স্বধর্ম্মাশ্রিত শ্রীযুক্ত জানকীদুর্লভ মেহের কিম্বা গুরু কিম্বা মিত্র অতুল গৌরব সৌজন্যশ্রিতেষু।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র ও ব্রাহ্মণ এই কয়জাতি মনিবকে পত্র লিখিবার ধারা।

মুসলমান চাকরের উক্তিঃ।

।। ১৫০ পত্র।।

ফরমাবরদার শ্রীসেখ সাহেমদ্দিন বন্দিগী বহুত বহুত বাদ আরোজ বরোজ মহাশয়ের বেহেন্তরি শ্রীশ্রীএলাহি দরগায় হামেহাল রওশন করবাতে বান্দার বেহেন্তের সোদ।

শিরনামা।

পরদাক্তে কোমেন্দা শ্রীযুক্ত রামলক্ষ্মণ চাটুর্য্যা মহাশয় গরিব পরওয়ারশেষু।

প্রত্যুত্তর।

মুসলমান চাকরকে পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি মনিবের উক্তি।

।। ১৫১ পত্র।।

শুভানুধ্যায়ী শ্রীরামলক্ষ্মণ দেবশর্ম্মণঃ

পরম হিতার্থ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার সুমঙ্গল শ্রীশ্রীদ্বারা সর্ব্বদা চাহি তাহাতে অত্র মঙ্গল বিশেষ।

শিরনামা।

খোদাএগানি শ্রীশেখ মাজমদ্দিন কলম

রওগনেন্দু।

ক্ষত্রিয় মনিবকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় চাকরের উক্তি।

॥ ১৫২ পত্র ॥

আজ্ঞাকারি শ্রীমানসিংহ বর্ম্মণঃ সবিনয় পূর্ব্বক নমস্কার। নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীযুক্ত বাবুজী মহাশয়ের শ্রীআজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বকে আমার সর্ব্বাত্রিক মঙ্গল হয় বিশেষঃ।

শিরনামা।

প্রতিপালন কর্ত্তা শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মাহাতা

বাবুজী মহাশয় সর্ব্বাচ্ছাদকেষু।

প্রত্যুত্তর।

ক্ষত্রিয় চাকরকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় মনিবের উক্তি।

১৫৩ পত্র।

সদা সুমঙ্গলাকাংক্ষিত শ্রীগোকুলচন্দ্র বর্ম্মণঃ পরমপ্রিয়বর বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার পরম কুশল শ্রীশ্রী অনবরত করিতেছেন তাহাতে অত্র শুভমিশেষ।

শিরনামা।

সুরীত সুভাজন শ্রীযুক্ত মানসিংহ মেহের

সদা সৎচরিত্রেষু।

ক্ষত্রিয় মনিবকে পত্র লিখিবার ধারা।

বৈশ্য ও শূদ্র চাকরের উক্তি।

১৫৪ পত্র।

পরম প্রতিপাল্য শ্রীপুরন্দরচন্দ্র সেন গুপ্ত কিম্বা রায় ঘোষ

ইত্যাদি

সবিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীযুক্ত বাবুজী মহাশয়ের কৃপাবলোকন কলাংশে মঙ্গলবিশেষ।

শিরনামা।

পরম বন্দনীয় স্বধর্ম্মপ্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলচন্দ্র সাহাজা মহাশয় অসংখ্য দীন প্রতিপালকেষু।

প্রত্যুত্তর।

বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতি চাকরের পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় মনিবের উক্তি।

১৫৫ পত্র।

সদা সুমঙ্গলধ্যায়ী শ্রীগোপালচন্দ্র বর্ম্মণঃ পরম সুপ্রতিষ্ঠিত তব বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার সুমঙ্গল সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা পূর্ব্বকে অত্র মঙ্গল বিশেষ।

শিরনামা।

পরম হিতকারী গুণসাগর শ্রীযুক্ত পুরন্দরচন্দ্র গুপ্ত কিম্বা দাস ঘোষ অতুল গৌরব প্রাপ্তবরেষু।

বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতি মনিবকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় চাকরের উক্তি।

১৫৬ পত্র।

আজ্ঞাকারী শ্রীসুভদ্রাকুমার বর্ম্মণঃ বিনয় পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের সর্ব্বাত্রিক শুভাংশে অত্র শুভবিশেষঃ।

শিরনামা।

দীন প্রতিপালক শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ বিশারদ কিম্বা সরকার মহাশয় সর্ব্বগুণ ভাজনেষু।

[illegible]

ক্ষত্রিয় চাকরকে পত্র লিখিবার ধারা।

বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতি মনিবের উক্তি।

১৫৭ পত্র।

সদা সুমঙ্গল চিন্তাকারী শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ বিশারদ গুপ্ত কিম্বা দাস পরম প্রিয়বর বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার সুমঙ্গল শ্রীশ্রী করিতেছেন তাহাতে অত্র মঙ্গল পরং।

শিরনামঃ।

নানা গুণাভিষিক্ত শ্রীযুক্ত সুভদ্রাকুমার দাস

পরম ধার্ম্মিকবরেষু।

বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতি মনিবকে পত্র লিখিবার ধারা।

বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতি চাকরের উক্তি।

। ১৫৮ পত্র।

আজ্ঞাকারী শ্রীকালীনিতাই বিশারদ গুপ্ত কিম্বা দাস সিংহ সবিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের মহোন্নতি শ্রীশ্রী দ্বারা প্রার্থনা পূর্ব্বকে অত্র মঙ্গল বিশেষ।

শিরনামা।

মমাশ্রয় সদাশ্রয় শ্রীযুক্ত মদনশঙ্কর সেন কিম্বা বসুজ

মহাশয় দীন প্রতিপালকেষু।

বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতি চাকরকে পত্র

লিখিবার ধারা।

বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতি মনিবের উক্তি।

॥ ১৫৯ পত্র॥

শুভানুধ্যায়ী শ্রীমদনশঙ্কর সেন গুপ্ত কিম্বা দাস বসু পরম প্রিয়তম বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার সুমঙ্গল শ্রীশ্রী করিতেছেন তাহাতে অত্র মঙ্গল বিশেষঃ।

শিরনামা।

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শ্রীকালীনিতাই সেন কিম্বা

সিংহ মহাশয়েষু।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতি মনিবকে
পত্র লিখিবার ধারা।
ব্রাহ্মণ চাকরের উক্তি।

১৬০ পত্র।

আজ্ঞাকারী শ্রীউদ্ধবকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভমিতি বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ মহাশয়ের পুণ্যপাদবাশ্রয় মাত্রে অত্র শুভ বিশেষঃ।

শিরনামা।

আশ্রিত পরিপালিত শ্রীযুক্ত শচীসুন্দর ঘোষের কিম্বা সেন কিম্বা বসুজ মহাশয় পরম কল্যাণবরেষু।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণ চাকরকে পত্র লিখিবার ধারা।
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতি মনিবের উক্তি।

১৬১ পত্র।

সুমঙ্গলাকাংক্ষিত শ্রীমুকুন্দবল্লভ বর্ম্মণঃ কিম্বা সেন গুপ্ত কিম্বা দাস মিত্র প্রণামা নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের আকাংক্ষা সফলতা পূর্ব্বকে অত্র শুভবিশেষ।

শিরনামা।

পরম সৌভাজন শ্রীযুক্ত উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু।

মুসলমান মনিবকে পত্র লিখিবার ধারা।
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি
চাকরের উক্তি।

১৬২ পত্র।

ফরমাবরদার শ্রীগোপালগোবিন্দ দেবশর্ম্মণঃ কিম্বা বর্ম্মণঃ ও সেন গুপ্ত ও দাস লাখো সেলাম বন্দেগি বাদ আরোজ সাহেব [illegible] বেহেস্তের গোক

শিরনামা।

ফজলে এলাহিদরমেহের মানেন্দা শ্রীছৈদআবদুল
হেকিম সাহেব আউয়ল আকবৎ মোরস্তেষু।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি
চাকরকে পত্র লিখিবার ধারা।

মুসলমান মনিবের উক্তি।

॥ ১৬৩ পত্র ॥

বন্দের রেক্ষাকক্ত ছএল কোমেন্দা শ্রীআবদুল হেকিম বাজ বন্দিগী দোয়া বজুওং আপনকার খেয়ের খোদি সুরাতে বান্দার খেয়ের বেহেস্তের সোদ।

মৈত্রেয় প্রকরণ।

পিতামহ ও মাতামহ ইত্যাদি ঠাকুরদাদা সম্পর্কীয় কয়েক ব্যক্তিকে যেরূপ পাঠ লেখা যায় তাহারদিগের স্বজাতি মৈত্রকে সেই মত পাঠ লিখিবেক।

শিরনামা।

তৃতীয় চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরদাদা মহাশয় কিম্বা
দ্বিতীয় ঘোষজ ঠাকুরদাদা মহাশয় কিম্বা
সম্পর্কীয় ন্যূনাতিরেক বুঝিয়া নাম উ-
ল্লেখ করিয়া অর্থাৎ ঠাকুরদাদা
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

প্রত্যুত্তর।

স্বজাতি মৈত্রের পৌত্র ও দৌহিত্র ইত্যাদি
কয়েক ব্যক্তিকে নাতি পরিচ্ছেদের যে পাঠ
তাহাই লিখিবেক।

শিরনামা।

নাম উল্লেখ করিয়া অমুক চট্টোপাধ্যায় কিংবা অমুক
ঘোষজ ভাইজী চিরজীবেষু॥

যদ্যপি ঐ পিতামহ ও মাতামহের যে মৈত্র লিখক ক-
র্ত্তার জাতি হইতে উত্তম জাতি উদ্ভব হন তাহাকে ঐ সেব
কানু সেবক পাঠ লিখিবেক এবং ঐ পাঠের যে শিরনামা
তাহাই দিবেক যদিস্যাৎ ঐ পিতামহ মাহাদের মৈত্র জা
ত্যাংশে ন্যূন হন তথাপি আজ্ঞাকারী পাঠ লিখিলেও
লেখা যায়, যদিস্যাৎ ঐ পিতামহের মাতামহের ইত্যাদি
মৈত্র যবন হয় তথাপি গৌরব রাখিয়া ছেলাম বন্দিগী
বাজায়া পাঠ লিখিবেক দাদাজী ভব কমলেষু বলিয়া শির
নামা দিবেক সংক্ষেপে লিখিলাম ইহাতে যদাপি কেহ বু
ঝিতে অশক্ত হও এমত হয় তবে শিক্ষাগুরু ও জমীদার ও
মহাজন সম্পর্কে যবনকে যেং লিখাগিয়াছে তাহারি একপা
ঠ নির্গত করিয়া কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরিক্ত বিবেচনা পুর্ব্বক লি
খিলে সম্ভব হইতে পারে ইতি।

পিতা ও পিতৃব্য কিংবা মাতুল ও শ্বশুর এবং মেসো পিসে
ইত্যাদি সম্বন্ধীয় যে কেহ তাহারদিগের মৈত্র স্বজাতীয় অথ
বা অপরাপর জাতীয় কিংবা যবনাদিকে তদনুরূপ গৌরব
বুঝিয়া পাঠ লিখিবেক ও শিরনামা দিবেক যেমত উপরের
লিখিত পিতামহ মাতামহ ইত্যাদির মৈত্র পক্ষে এ পক্ষেও
সেই রূপ জানিবেন ইতি।

প্রত্যুত্তর।

পিতা ও পিতৃব্য ইত্যাদি উপরের লিখিত কয়েক ব্যক্তির
মৈত্রের পুত্রাদিরূপা স্বার সম্পর্কীয়কে যদ্যপি লিখে তবে
প্রত্যুত্তরের পাঠ [illegible] বাক্যবাগীশ পুত্র ব্রাহ্মণপুত্র
কিম্বা [illegible] ও [illegible] ইত্যাদি লোককে যেমত পাঠ-

লেখে ও শিরনামা ইত্যাদি সেইমত লিখিবেক ইতি সঙ্কে প্রভেদ কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিবেক ইতি ।

ভারতবর্ষে প্রচলিত যতেক সম্পর্কীয় আছে সকল বিস্তার করিয়া পৃথক২ সকলের মৈত্রপক্ষে প্রশ্ন প্রত্যুত্তর লিপি দ্বারা বিস্তার বাহুল্য হয় একারণ সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি যে হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রী অথবা পুরুষ সকলের মৈত্র মৈত্রানীকে মূল সম্পর্কের সম্পর্কীয় গৌরব রাখিয়া এই পুস্তকের তাবৎ সম্পর্কের পাঠাপাঠ বিবেচনা করিয়া পত্র লিখিবেক লিখিলে সমস্ত সম্পন্ন হইতে পারে ।

আপন মৈত্র যেমন ব্যক্তি উদ্ভব হন তাহাই বিবেচনা করিয়া কোথাও সেবক শ্রী কোথাও আজ্ঞাকারী কোথাও পোষ্য শ্রী যেখানে যেমন সম্ভব হয় সেরূপ লিখিবেক ইতি ।

বৈবাহিকের পিতামহ ও মাতামহ ও পিতামহী ও মাতামহী ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার ধারা ।

পৌত্র ও দৌহিত্রের বৈবাহিকের উক্তি ।

১৬৫ পত্র ।

এই উক্ত পাঠাপাঠ যেরূপ লেখা কর্তব্য তাহা অন্যং স্থানে বিস্তারিত করিয়াছি সুবোধার্থে পুনরায় সংক্ষেপে লিখি ভৃত্যানুভৃত্য কিম্বা সেবকানুসেবক ইত্যাদি পাঠ লিখিবেক

শিরনামা ।

পরম পূজনীয় যেমত ধারা আছে তাহাই লিখিয়া
শ্রীযুক্ত অমুক চট্টোপাধ্যায় ঠাকুর দাদা
মহাশয় কিম্বা তৃতীয় ঠাকুরাণী দিদি
ঠাকুরাণী শ্রীচরণেষু ।

প্রত্যুত্তর ।

পৌত্র ও দৌহিত্রের বৈবাহিক সম্পর্কীয় ইত্যাদি দিগকে
পত্র লিখিবার ধারা ।

বৈবাহিকের পিতামহ ও মাতামহ ও পিতামহী ও মাতামহী ইত্যাদিকয়েক ব্যক্তির উক্তি।

। ১৬৪ পত্র।

পুরুষ উক্তি। প্রতিপাল্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ কিম্বা দাস ঘোষ স্ত্রী উক্তি প্রতিপাল্যা শ্রীমতী অমুক দেব্যা কিম্বা দাস্যা এই রূপ লিখিবেক। শিরনামঃ।

পরম কল্যাণীয় যে ধারা তাহাই লিখিবেক।

বৈবাহিকের পিতা ও মাতা ইত্যাদি সম্পর্কীয়কে পত্র লিখিবার ধারা।

পুত্রের বৈবাহিকের ইত্যাদি সম্পর্কীয়ের উক্তি।

১৬৫ পত্র।

সেবক শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ কিম্বা শূদ্র যদ্যপি হয় তবে অমুক দাস ঘোষ এই রূপ পাঠ লিখিবেক।

শিরনামা।

পরম পূজনীয় যেমত ধারা তাহাই লিখিবেক।

প্রত্যুত্তর।

পুত্রের বৈবাহিক ইত্যাদি সম্পর্কীয়কে পত্র লিখিবার ধারা।

বৈবাহিকের পিতা ও মাতা ইত্যাদি সম্পর্কীয়ের উক্তিঃ।

পুরুষের উক্তিঃ।

১৬৬ পত্র।

পোষ্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ শূদ্র যদ্যপি হয় তবে অমুক দাস ঘোষ স্ত্রীউক্তি প্রতিপাল্যা শ্রীমতী অমুকী দেবী কিম্বা শূদ্রাণী যদ্যপি হয় তবে অমুকী দাস্যা।

শিরনামা।

পরম কল্যাণীয় যেমত ধারা তাহাই লিখিবেক।

কুলবান এবং বয়োধিক বৈবাহিক সম্পর্কীয় ইত্যাদি দিগকে পত্র লিখিবার ধারা।

১৬৭ পত্র।

আজ্ঞাকারী নমস্কার পাঠ লিখিবেক।

শিরনামা ঐ মত।

বৈবাহিককে পত্র লিখিবার ধারা বৈবাহিক পত্নীর উক্তিঃ

পাঠ শিরনামা ঐ কুলিন মৌলীক জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উপরের লিখিত যেমত পাঠ শিরনামা তাহাই লিখিবেক কনিষ্ঠ ভাবাপন্ন বৈবাহিককে পত্র লিখিবার ধারা শ্রীশ্রীপাঠের যেমত ধারা তাহাই লিখিবেক শিরনামা সম্বেক সম্বন্ধ লিখিয়া দিবেক।

আর বৈবাহিকের স্ত্রীকেও ঐমত পাঠ লিখিবেক।

শিরনামা।

বৈবাহিক পত্নী ঠাকুরাণী সদা সৎচরিত্রেষু।

বলিয়া শিরনামা দিবে।

প্রত্যুত্তর।

বৈবাহিকের পুত্র ও ভ্রাতৃষ্পুত্র ও কন্যা ইত্যাদি দিগকে আপন পুত্র ও ভ্রাতৃষ্পুত্র ও কন্যাকে যেমত পাঠাপাঠ লিখিবেক।

বর্ণব্রাহ্মণ ও অগ্রদানি ইত্যাদি দিগকে পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণের উক্তিঃ।

১৬৮ পত্র।

সুমঙ্গল ভাবক শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ কিম্বা বিনয় পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চাদৌ বিশেষঃ।

শিরনামা।

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সরলান্তঃকরণেষু।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিবার ধারা।

বর্ণব্রাহ্মণ ও অগ্রদানির উক্তিঃ ।

। ১৬৯ পত্র ।

আজ্ঞাকারী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ নমস্কারা নিবেদনঞ্চা-
শে বিশেষঃ ।

শিরনামা ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত অমুক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়
সৎচরিত্রেষু ।

বর্ণব্রাহ্মণ ও অগ্রদানি ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার ধারা ।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্রের উক্তিঃ ।

১৭০ পত্র ।

সেবক শ্রীঅমুক বর্ম্মণঃ কিম্বা সেন গুপ্ত কিম্বা দাস ঘোষ
প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ ।

শিরনামা ।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত অমুক চক্রবর্ত্তী মহাশয়
শ্রীচরণেষু ।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রকে পত্র লিখিবার ধারা ।

বর্ণব্রাহ্মণ ও অগ্রদানির উক্তিঃ ।

১৭১ পত্র ।

প্রতিপাল্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ
বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ । শিরনামা ।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত অমুক মাহাতা কিম্বা অমুক সেন গুপ্ত
কিম্বা বসুজ মহাশয় চিরজীবেষু ।

বর্ণব্রাহ্মণ ও অগ্রদানি ইত্যাদির পত্নীদিগকে ঐমত
পাঠ লিখিবেক শিরনামায় মধ্যম চক্রবর্ত্তী পত্নী ঠাকুরাণী
স্বধর্ম্ম প্রতিপালিকাসু ।

তৃতীয় কাণ্ডের প্রথমাবধি যত পুরুষকে পত্রলেখা
গিয়াছে তাহাদের স্ত্রীলোককে স্ব স্ব স্বামীর মত লিখিবেক

এবং ঐ স্ত্রীলোকেরা [illegible] এই সম্পর্কে পত্র লেখেন তবে ঐ স্বামীর মত পাঠ শিরনামা লিখিবেক।

পুরোহিতকে যজমানের পত্র লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণ যজমানের উক্তিঃ।

১৭২ পত্র।

বয়েসের ন্যূনাতিরিক্ত বিবেচনা করিয়া যজমান ও পুরোহিত বয়েসের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিবেচনা করিয়া সেবক [illegible] কিম্বা আজ্ঞাকারী কিম্বা অভিলাষী ঐ যেমত পাঠ কর্ত্তব্য হয় সেই পাঠ ও শিরনামা লিখিবেক।

প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণ যজমানকে পত্র লিখিবার ধারা

পুরোহিতের উক্তিঃ।

১৭৩ পত্র।

যজমানকে যেমত পাঠ লেখা গিয়াছে সেইমত বয়েসের ন্যূনাতিরিক্ত বিবেচনা করিয়া লিখিবেক।

পুরোহিতকে পত্র লিখিবার ধারা।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতি যজমানের উক্তিঃ।

১৭৪ পত্র।

গুরুকে যেরূপ পাঠ ও শিরনামা লেখা গিয়াছে সেই রূপ লিখিবেক প্রত্যুত্তর পুরোহিতের উক্তি শিষ্যকে যেরূপ পাঠ ও শিরনামা লেখা গিয়াছে সেই রূপ লিখিবেক।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি পুরুষের যে রূপ পাঠাপাঠ লেখা গিয়াছে ঐ চতুর্বিধ স্ত্রীলোকের পরস্পর উত্তর পাঠাপাঠ ঐ শিরনামা ঐ রূপ লিখিবেক।

॥ ১৭৫ পত্র ॥

[illegible] ও শ্রীশ্রী[illegible] ও শ্রী[illegible] ইত্যাদি লোক [illegible] লিখিবার ধারা।

করিয়া পাঠ শিরনামা লিখিবেক সেবক শ্রী কিম্বা আজ্ঞাকারী শ্রীগঙ্গাভক্তি দেবশর্ম্মণঃ প্রণামা কিম্বা নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ কিম্বা পরম শুভাশীষাং রাশয়ঃসন্তু বিশেষঃ ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজা হইবেক কিম্বা ৫ পাঁচই কার্ত্তিক শুক্রবার শ্রীশ্রীদেবী অর্চনা কিম্বা ১২ বারই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অমুক দেবার্চন হইবেক মহাশয়েরা কিম্বা আপনারা সাহেবের বাটীতে আসিয়া দর্শনাদি করিবেন পত্রের দ্বারায় নিমন্ত্রণ করিলাম নিবেদন মিতি কিম্বা জ্ঞাপন মিতি।

প্রত্যুত্তর।

উপরের লিখিত পুরাণের শিরনামা মত।

পুত্রজাত ও কন্যাজাত সংবাদ পত্র।

পুরাণাদি শ্রবণের নিমন্ত্রণের পত্রের পাঠাপাঠি যেমত লেখাগিয়াছে সেইরূপ স্বজাতি ও অন্যজাতি লঘু গুরু বিবেচনা করিয়া পাঠ ও শিরনামা লিখিবেক নবকুমারের পিতামহ মহাশয়ের ও মাতামহ মহাশয়ের প্রতি উভয় পত্র লিখিবার ধারা।

। ১৭৭ পত্র।

সেবক শ্রী কিম্বা আজ্ঞাকারী শ্রী কিম্বা ত্বদীয় শ্রীকালী ছিদাম দেবশর্ম্মণঃ কিম্বা দাস ঘোষ প্রণামা কিম্বা নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ ১২ বারই কার্ত্তিক সোমবার রাত্রি দশ দণ্ড নয় পলের সময় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাবাজীর এক নবকুমার হইয়াছে কিম্বা নবকুমারের মাতুল কর্তৃক লেখা হয় তবে লিখিবেক শ্রীযুক্ত অমুক চট্টোপাধ্যায় কিম্বা অমুক ঘোষজার এক নবকুমার হইয়াছে কিম্বা নবকুমারের

জ্যেষ্ঠ যদ্যপি হয় তবে লিখিবেক প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত অমুক চট্টোপাধ্যায় ভাইজীর এক নবকুমার হইয়াছে কিম্বা নবকুমারের পুত্র যদ্যপি লেখে তবে লিখিবেক শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাশয়ের কিম্বা মধ্যমদাদা মহাশয়ের এক নবকুমার হইয়াছে কিম্বা কন্যা হয় লিখিবেক এক নবকুমারী হইয়াছে মহাশয়েরা সকলে আশীর্ব্বাদ করিবেন নিবেদন মিতি।

পরম পূজনীয় কিম্বা স্নেহ সদয় শ্রীযুক্ত অমুক বন্দ্যো-
পাধ্যায় শ্রীচরণেষু কিম্বা মহাশয়েষু।

যেমত সম্পর্ক হয় বিবেচনা করিয়া লিখিবেক ইতি।

অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ পত্র লিখিবার ধারা।

। ১৭৮ পত্র ।

উপরের লিখিত ঐ রূপ সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া পাঠা পাঠ লিখিবেক আর লিখিবেক ১২বারই চৈত্র সোমবার মধ্যম দাদা মহাশয়ের কিম্বা প্রাণাধিক শ্রীযুত অনন্তরাম ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিম্বা জ্যেষ্ঠা কন্যার অন্নপ্রাশন হইবেক মহাশয়েরা কিম্বা আপনারা সকলে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে পত্র দ্বারায় নিমন্ত্রণ করিলাম নিবেদন মিতি।

শিরনামা।

ঐ রূপ সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া লিখিবেক।

চূড়াকরণের নিমন্ত্রণ পত্র লিখিবার ধারা।

॥ ১৭৯ পত্র ॥

উপরের লিখিত ঐ রূপ সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া পাঠাপাঠ লিখিবেক বিশেষ লিখিবেক ১৫ পনরই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাণাধিক শ্রীযুত হরকুমার বসুজ বাবাজীর চূড়াকরণ হইবেক মহাশয়েরা সকলে বন্দিপুরের বাটীতে আসিয়া আশীর্ব্বাদাদি করিবেন পত্রের [illegible] করিলাম নিবেদন মিতি।

শিরনামা।

সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া উপরের মত লিখিবেক।

উপনয়নের নিমন্ত্রণ পত্র।

।। ১৮০ পত্র ।।

উপরের লিখিত স্থানানুসারে সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া পাঠাপাঠ লিখিয়া নিবেদনং ১৭ আষাঢ় বুধবার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজীর উপনয়নাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা যাইবেক মহাশয়েরা তণ্ডীতলার বাটীতে আসিয়া আশীর্ব্বাদাদি করিবেন পত্রের দ্বারায় নিমন্ত্রণ করিলাম নিবেদন মিতি।

শিরনামা।

সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া উপরের লিখিত মত লিখিবেক।

ব্রাহ্মণের শুভ সম্বন্ধ নির্ণয় পত্র।

প্রজাপতয়ে নমঃ।

কুলবান পাত্রে কন্যা পাত্রস্থ করণ নিমিত্ত কুল মর্য্যাদা গৌরবান্য মৌলিক কন্যা-কর্ত্তারে বাক্‌দত্ত পত্র লিখিবার নিয়ম।

বরকর্ত্তার উক্তি

। ১৮১ পত্র।

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়

শ্রীযুক্ত গোবিন্দশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীভরতসুন্দর মুখোপাধ্যায় কস্য শুভ সম্বন্ধ নির্ণয় পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রী—

সতী কমলকুমারীর সহিত আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত কল্যাণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শুভ সম্বন্ধ স্থিরিকরণ পূর্ব্বকে বরানুগমন ব্যক্তিগণের সৌকর্য্য ও বরপাত্রের মর্য্যাদার পণ সর্ব্ব সুদ্ধা সবজগে ৮৭৷৷৹ সাতাশি টাকা আট আনা চুক্তি করিয়া পণ মজ্জার টাকা অগ্রহ্ম পূর্ব্বকে বাহাল তবিয়তে দস্তবদস্ত বেবাক লইলাম ৮ অগ্রহায়ণ ঐ সোমবার রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় শুভ বিবাহের লগ্ন স্থির হইল তারিখ মজকুরের সন্ধ্যার সময় গতে রাত্রি এক দণ্ড কিম্বা দুই দণ্ডের সময় মহাশয়ের বাটীতে বরপাত্র মজকুরকে সভাস্থ করিয়া দিব ইহাতে অন্যথা করি সবলগ মজকুরা আয় সুদ ও মহাশয়ের রোসনাই খরচ আয়োজন খরচ ওগয়রহ তাবতের দিশা করিব একদর্থে পণ বাহার টাকা লইয়া সুপম সম্বলিত শুভসম্বন্ধ নির্ণয় পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৬৫ সাল তারিখ ২৭ আষাঢ় এই পত্রে মধ্যস্থ শ্রীকোকিলকৃষ্ণ তর্ক চূড়ামণি সাং জামতা আমি এই লগ্নপত্রে মধ্যস্থ রহিলাম বরকর্ত্তা লগ্নানুসারে বরপাত্র মজকুরকে সভাস্থ না করেন তাহাতে মহাশয়ের যে লোকসান হইবেক আমি তাহার দিশা করিব ইতি।

ইসাদী।

শ্রীরামজীবন ঘটক
সাং জৌগ্রাম

শ্রীরামমোহন ঘোষাল
সাং কোলপাড়া

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষাল
সাং চূড়া।

লিখিতং শ্রীঅভিরাম ঘোষাল কস্য রসিদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে উপরের লিখিত পণবাহার ২৫০ দুইশত পঞ্চাশ টাকার মধ্যে নিজ রোক সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকা পাইয়া রসিদ লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২২২ সাল তারিখ ১৯ ভাদ্র।

কন্যা ক্রয় বিক্রয়ের সম্বন্ধ পত্র লিখিবার ধারা ।

১৬২ পত্র ।

প্রণামাপত্তয়ে সর্ব্বঃ স্বস্তি সকল
মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত গদাধর চক্র
বর্ত্তী মহাশয় সরাধরেষু ।

এই পত্রে মধ্যস্থ শ্রীরামনিধি চক্রবর্ত্তী নর্ষানুসারে শুভকর্ম্ম সমাপন্ন করাইয়া দিব তাহা-তে অন্য সন্দেহ নাস্তি ।

শ্রীঅভিরাম ঘোষাল ।
সাং হরিপাল ।

লিখিতং শ্রীঅভিরাম ঘোষাল কন্য শুভ সম্বন্ধ নির্ণয় পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীরামরাম চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার বর্ত্তমা কন্যা শ্রীমতী সুমুখিনী শুভ সম্বন্ধ স্থির করিলাম ইহার পণ শ্রীশ্রীপ্রণামি ও মাতুল বাবহার আদি সর্ব্ব তুক্তা সিক্তা ২৫০ আড়াইশত টাকায় নির্দ্ধার্য্য করিলাম আর অন্য কোন দাবের সরাক নাই অদ্যাপি কন্যা পাত্রস্থ কালীন সাং সবায়ের হুজুর করি সে টাকা ও অঙ্গিকার আর পণ বাহার বেবাক টাকা লইয়া ১০মাস অন্তর্বার রাজি দশ দণ্ডের সময় শুভ লগ্নে কন্যা পাত্রস্থ করিব ইহাতে অন্যথা হইবেক যদ্যপি অন্যথা করি তবে পণ বাহার বেবাক টাকা ও গহনা ও মহাশয়ের গোসনাই খরচ ও অবশ্যই যে খরচ হইবেক তাহার দিগুণ দিব এতদর্থে আপন খুসিতে বাহাল তবিয়তে শুভ সম্বন্ধ নির্ণয় পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১১ জ্যৈষ্ঠ ।

লিখিতং শ্রীঅভিরাম ঘোষাল কন্যা রসিদ পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে উপরের লিখিত পণবাহার ২৫০ আড়াই শত

টাকার মধ্যে নিম্নোক্ত সিক্কা ৫০ টাকা পাইয়া রসিদ লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩০ সাল ১২ ভাদ্র।

ইশাদী।

শ্রীকৃষ্ণকান্ত ঘটক — সাং আমতা

শ্রীরামরাম ঘোষাল — সাং বসন্তপুর

পরিবর্ত্ত সম্বন্ধে পত্র লিখিবার ধারা।

১৮৩ পত্র।

উপরের লিখিত যেমত ধারা লেখা গিয়াছে ঐ মত কিন্তু উভয়ের পুত্রকে উভয়ের কন্যা সম্প্রদান করিবে এবং করিবে এই মত লিখিবে।

কায়স্থ ইত্যাদি সর্ব্ব জাতির শুভ সম্বন্ধ পত্র লিখিবার ধারা।

১৮৪ পত্র।

উপরের লিখিত ব্রাহ্মণ পক্ষে যেমত লেখা গেল ঐ মত লিখিবেক ইতি।

শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র লিখিবার ধারা।

১৮৫ পত্র।

কর্ম্মকর্ত্তার স্বজাতি ও অন্য জাতি যাহার সহিত যেমত সম্পর্ক তাহা বিবেচনা করিয়া পাঠ লিখিয়া বিশেষঃ লিখিবেক ১২ মাঘ শনিবার আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণাধিক শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় শুভ বিবাহ হইবেক মহাশয়ের কিংবা আপনারা শ্যামবাজারের বাটীতে আগমন করিয়া শুভ কর্ম্ম সমাপন করাইবেন পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি।

শিরনামা।

যাঁহার সহিত যেমত সম্পর্ক তাহা বিবেচনা করিয়া লিখিবেক।

পিত্রালয়স্থ কন্যা গর্ব্ভিণী হইলে তাহার পিতা ঐ কন্যার শ্বশুরকে পত্র লিখিবার ধারা।

কন্যার পিতার উক্তি।

১৮৩ পত্র।

আজ্ঞাকারী শ্রীগোপাল দেবশর্ম্মণঃ সবিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ শ্রীযুক্ত বৈবাহিক মহাশয়ের শ্রীশ্রীকমলা অচলা পূর্ব্বকে মঙ্গলং শুভংবিশেষঃ পরং নিবেদন শুভ সমাচার শ্রীযুক্ত দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজীকে মোকাম গোপাল নগরের বাটীতে পাঠাইবেন ১২ ফাল্গুণে পুর্ণগর্ভাহের দিন স্থির করিয়াছি অতএব কারণ লিখিলাম ইতি।

শিরনামা।

মহেক সদয় শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈবাহিক মহাশয় সদাশয়েষু

শ্রীশ্রী৶প্রাপ্তি সংবাদ পত্র লিখিবার ধারা।

১৮৪ পত্র।

শ্রীদেবনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ সংক্ষেপিক নিবেদন মিদং ১১ বৈশাখ শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় আমার ৶ পিতা কিম্বা মাতাঠাকুরাণী ৶ লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন কিংবা ৶ প্রাপ্ত হইয়াছেন কিংবা শ্রীশ্রীগঙ্গা প্রাপ্ত হইয়াছে অতএব কারণ লিখিলাম ইতি।

শিরনামা।

শ্রীরামকমল বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃব্য
মহাশয়েষু।

পুনশ্চ যদ্যপি শ্রীশ্রী প্রাপ্তি কর্ত্তৃকের স্ত্রী সহগামিনী হয় তাহার পাঠ অধিকন্তু লিখিবেক শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সহগামিনী হইতেছে ইতি মাত্র প্রভেদ আর ঐ রূপ সকল লিখিবেক

আদ্য শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র।

১৮৮ পত্র।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ সমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন নিদং ১১ বৈশাখ শুক্রবার আমার শ্রীশ্রী পিতাঠাকুরের আদ্যশ্রাদ্ধ হইবেক মহাশয়েরা শালিকার বাটীতে আগমন করিয়া ক্রিয়া সমাপন করাইবেন পত্রের দ্বারায় নিমন্ত্রণ করিলাম নিবেদন ইতি।

শিরনামা।

উপরের লিখিত মত লিখিবেক।

সাপিণ্ডকরণের নিমন্ত্রণ পত্র।

॥ ১৮৯ পত্র ॥

ক্রিয়া কর্ত্তার স্বজাতি ও অন্য জাতি যাহার সহিত যে মত সম্পর্ক তাহা বিবেচনা করিয়া পাঠ লিখিয়া বিশেষ লিখিবেক ১৬ চৈত্র শনিবার আমার শ্রীশ্রী পিতাঠাকুরের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবেক মহাশয়েরা কিম্বা আপনারা শালিকার বাটীতে আগমন করিয়া ক্রিয়া সমাপন করাইবেন পত্রে দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম নিবেদন মিতি।

শিরনামা।

সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া যাহাকে যেমত সম্ভব হয় পরম পূজনীয় কিম্বা নমনীয়ত্তাহাই লিখিবেক ইতি।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র লিখিবার ধারা।

॥ ১৯০ পত্র ॥

উপরের লিখিত মত সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া পাঠাপাঠ লিখিয়া বিশেষ লিখিবেক ১০ আষাঢ় রবিবার আমার পিতাঠাকুরের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হইবেক মহাশয়েরা বাগবাজারের বাটীতে অধিষ্ঠান হইয়া ক্রিয়া সমাপন করাইবেন পত্রে দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি।

হনা পাইতাইয়া ওয়েদোয়ার আছ কলে হকদিগর আমিরে জোবানী আহমাল তামাম ওয়াকেফ হইতেছি ভাইজী যে নকরিতে মোকরোর আছ সে সাহেবের বেগর হুকুমেতে নওকরিতে মোকরোর হওয়া মৌকেফ দেগর নকরিতে যে টাকা কামাই করিতেছ তাহার আধা টাকা আমার হুজুরে পওছিলে বাল বাচ্ছার তকলিব থাকেনা সে আমার নসিবের গরকিশ আমি কেন্দেগানিতক যে কছদিয়া ঠৌক কেছি সে শ্রীশ্রী মালুম এআই আমে হাবেলির খবরদারি হরহর সুরাতে করিতে এমহক বেতা তুমি আপনা কবিলা ও বালবাচ্ছা খবরদারি করা জরুর থাকে হাবেলি পৌঁছন শ্রীসেখ গোলাম আকবর পুথ মাহিনার ২৮ তারিখে শ্রীশ্রী মক্কা রওয়ানা হইবেন আমি ঐ সাথিলে এককাট্টা রওয়ানা হই এরাদা কেন্দেগানী আখের হয় শ্রীশ্রী হকতাল্লার দর ওয়াজায় থোড়েক রোজ রেফাকত রাখি এ জরুর দোর বেশি হালেতে মুলকেং কেরাগত করি এরাদা খোদায় এক রুটি এক বদনা পানী দেয় বেহেস্তের না দেয় বেহেস্তের।

শিরনামা।

আউয়লে এনছান দরগোস খোসবর জোবান
বরওসন ছালে মওলাদেল উজালা কাই
জান গোছলে এদান শ্রীযুক্ত ছৈয়দ
এনাতোল্লা কেন্দেগানি এমছানি
রওসনেষু।

দাখিল ও নালীকের খত লিখিবার ছেরেস্তা।
পোত্তা ও নাতি এই দোনের জোবানী
ছেরেস্তা।
১২৫ পত্র।

কদম পাহনাবরদার থেদমতগার শ্রীসেখ আমজল্লা বন্দি-
গী বেনুমার আরোজ্জ খাদিজীর বন্দেকি নানিজীর দোয়া-
লেক নজর রোয় বান্দার বেহেতেরি দোয়া।

শিরনামা।

খাদেমেরা আকবৎ রওশনি বোলন্দ করাংনি
শ্রীমতী দাদিজীইয়া নানিজী কদম পাহানা

করমদেষু।

উপরের লিখিত পাঠ ও শিরনামা দাদী ও নানী
মুংগাদি গুমরাকে লেখা যায় পোতা ও
নাতি এই দোনকে খত লেখার জন্য
আব হেরেস্তা দাদী ও নানী এই
দোনের জোবান।

॥ ১২৩ পত্র ॥

বরখুরদারে ছাদোং মন্দা যেহের মেনক নরদানি শ্রীমতী
আকবতি বিবী দোয়া বহুতং তাইজীর থেএর খোবি মুরাতে।
আনান বেহেতের দোয়া।

শিরনামা।

খোজেস্তা এক্তোবার শ্রীসেখ আমজল্লা ইজো
না জেন্দেগানি এনছানি বোলন্দেন।
উপরের লিখিত পাঠ ও শিরনামা পোতা ও
নাতি মুংগাদি আমাকে লিখিবেক মিয়াজী
ও চাচাজী ও মামুজী ও খালুজী ও
ফুপোজী ও ছছুরা ও বড়া ভাই
মুংগাদিকে খত লিখিবার

হেরেস্তা।

॥ ১২৪ পত্র।

পাহানা বরদার শ্রীসেখ মিঘু হেলাম বন্দিগী বেনোমার

বাটা বেবাক সরবরাহ করিবে তাহা যদ্যপি না পারহ তবে মালিক আইন অন্য তালুকদারের নিকট মহল মজকুর বন্দোবস্ত করা যাইবেক তাহাতে তোমার কোন ওজর নাই একর্থে পণ বাহার টাকা বেবাক হস্ত বহস্ত পাইয়া বয়নামা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ

জের

আয় কিস্তীবন্দী।

মাহ বৈশাখ	১০০
মাহ জ্যৈষ্ঠ	১৫০
মাহ আষাঢ়	[illegible]
মাহ শ্রাবণ	[illegible]
মাহ ভাদ্র	১০০
মাহ আশ্বিন	[illegible]
মাহ কার্ত্তিক	১৫০
মাহ অগ্রহায়ণ	২০০
মাহ পৌষ	[illegible]
মাহ মাঘ	২০০
মাহ ফাল্গুণ	২৫০
মাহ চৈত্র	২০০

মঃ দুই হাজার টাকা মালিক কিস্তীবন্দী সন সন আদা-ওয়াসী করিবে ইতি।

ইসাদী।

শ্রীশ্রীহরি চৌধুরী সাং দিনাজপুর

শ্রীবারাণসী মজুমদার সাং খিদিরপুর

শ্রীরামগোপাল মল্লিক। সাং মুর্শিদাবাদ।

বালিয়া পরগণার শিকদার সাকিনের শ্রীমদনকুমার মাহা-তাকে শ্যামপুর গ্রাম পত্তনি তালুক দেওয়া গেল অতএব তোমরা মাহাতা মজকুরের কাছারীতে হাজির হইয়া আপন আপন জমী জমার বন্দোবস্ত করিয়া কবুলতি দাখিল করিবা পাট্টা লইয়া মালগুজারীর টাকা সরবরাহ করিবা ইহাতে কোন ওজর করিবা না ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ।

ইজারা বন্দোবস্তের লিখিবার ধারা।

ইজারদারের কবুলতি।

৭১০ পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত মদনকুমার মাহাতা

বাবুজীমহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকামিনীকুমার সরকার কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে. দক্ষিণহাটি পরগণার লাটি মুসলমানপু-রের শামিল মৌজে শ্যামপুর গ্রাম মহাশয়ের তালুক ঐ গ্রাম মজকুর ইজারা সন ১২৩৩ সাল নাগাইদ সন ১২৪৩ সাল ১১ এগার সন মেয়াদে মহাশয়ের নিকট হইতে ইজারা লইলাম ইহার মালগুজারী সালিয়ানা দেড়শত টাকা ও জমা মুং ২৫০০ আড়াই হাজার টাকা নিম্ন লিখিত কিস্তীবন্দী মেয়াদ মোতাবেক মহাশয়ের নিকট সরবরাহ করিব হাজা শুকা পতিতের ওজর করিব না বাকিজা ও মাজুরের মেয়াদ পুরা হইলে মহাশয় মহাল মজকুর খাসে রাখিবেন কিম্বা যাহারা বন্দোবস্ত করিবেন তাহাকে আমার আপত্তি নাই এতদর্থে আপন খুসিতে ইজারা লইয়া কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৩ বারশত তেত্রিশ সাল তারিখ ১২ জ্যৈষ্ঠ।

মাহ জ্যৈষ্ঠ	১০০
মাহ আষাঢ়	২০০
মাহ শ্রাবণ	৩০০
মাহ ভাদ্র	৩০০
মাহ আশ্বিন	৩০০
মাহ কার্ত্তিক	১০০
মাহ অগ্রহায়ণ	২০০
মাহ পৌষ	৩০০
মাহ মাঘ	৩০০
মাহ ফাল্গুন	৩০০
মাহ চৈত্র	২০০
	২৫০০

মঃ আড়াই হাজার টাকা মাফিক কিস্তীবন্দী মেয়াদ তক সনং মালগুজারী করিবে ইতি

ইজারদারের দস্তখত

তালুকদারের উক্তি।

২১ পত্র।

মৌজে তাজপুর গ্রামের মণ্ডল ও পাইক ও প্রজা হায় প্রতি দ্বাগে বাঘনান সাকিমের শ্রীরুক্মিণীকান্ত সরকারকে গ্রাম মজকুর ইং সন ১২৩৩ সাল লাং সন ১২৪৩ সাল এই

এগার সন মেয়াদে ইজারা দিলাম তোমরা সরকার মজ কুরের নিকট হাজির হইয়া আপন২ মালগুজারীর টাকা বিমর্জ্জিম। কিস্তীবন্দী এই মেয়াদ ভর সরবরাহ করিবে তা-হাতে কোন ওজর করিবে না ইতি সন ১২৩৩সাল তারিখ ১২ জ্যৈষ্ঠ

ইজারদারের মালজামিনী লিখিবার ধারা।

তালুকদারের নিকটে জামিনদারের উক্তি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মাহাত্তা
বাবুজী মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীরামগতি বিশ্বাস
সাং [illegible]

লিখিতং শ্রীরামগতি বিশ্বাস কস্য মালজামিনী পত্র মি-দং কার্য্যনঞ্চাগে মণ্ডলঘাটে পরগণার লাট কৃষ্ণানন্দপুরের সামিল মৌজে তাম্রপুর গ্রাম মহাশয়ের তালুক ঐ গ্রাম বাঘনাম সাকিনের শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সরকারকে ইস্তক সন ১২৩৩সাল লাং সন ১২৪৩ সাল এই এগার সন মেয়াদে ই-জারা দিলেন আমিহ আপন খুসিতে সরকার মজকুরের মালজামিন হইলাম সরকার মজকুর মালগুজারীর টাকা মাফিক কিস্তীবন্দী মেয়াদ ভর মহাশয়ের সরকারে সরবরাহ করিবেক তাহা না করিয়া কিস্তী খেলাপ হইয়া মালজারীর টাকা দাখিল করে তাহাতে মহাশয়ের যে লোকসান হই বেক এবং সরারতি করিয়া খাজানা না দেয় মহাশয়ের হিসাবক্রই বেবাক টাকা আমি নিজ আদায়ে বিনা ওজরে সরবরাহ করিয়া সরকার মজকুরের কোন ওজর করিব নাই এতদর্থে আপন খুসিতে মালজামিনী হইয়া জামিনী লি-খিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৩সাল তারিখ ১৫ জ্যৈষ্ঠ

ইসাদী

শ্রীরামহরি দত্ত	শ্রীপঞ্চানন হাজারা
সাং কলুটোলা	সাং মানকর

শ্রীরাজনারায়ণ কর

সাং কোটা

শুভ পুণ্যাহের চিঠি লিখিবার ধারা।

জমীদারের উক্তি।

২১৬ পত্র।

শুভমস্তু

চিঠিতলব খাজানা মৌজে তাজপুর পরগণে মণ্ডলঘাট সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১২ আষাঢ়

তালুকদার কিম্বা ইজারদার শ্রীবসন্তকুমার মাহাতা

আসামী	জুমলা	তঙ্কা
তলব		
ইং বৈশাখ		
লাং আষাঢ়		
৩মাহার		
সিক্কা		৪০০ চারিশত টাকা ইতি

প্রতি আগে ১৬ আষাঢ় মঙ্গলবার বেলা এক প্রহরের সময় গ্রাম মঙ্করে শুভ পুণ্যাহ করিয়া ২৪ আষাঢ় বুধবার বেলা দশদণ্ডের মধ্যে তলবের বেবাক টাকা ও দধি মৎস্যাদি লইয়া জমীদারী কাছারীতেহাজির হইয়া শুভ পুণ্যা করহ ইহাতে তাগিদ জানিবে ইতি।

খাজানার দাখিলা লিখিবার ধারা।

জমীদারের উক্তি।

৩১৪ পত্র।

দাখিলা রূপেয়া মৌজে তাজপুর পরগণে মণ্ডলঘাট
সন ১২৩৩ সাল তারিখ ২৪ আষাঢ়

তাং কিস্তা ইং শ্রীবসন্তকুমার মাহাতো

আসামী জুমলা

তলব রূপেয়া

গুঃ রামকান্ত আরিন্দা

বাঙ্গাল বেঙ্ক নোট

৫৭৭। ৬৮০। ২ দুই কেতার কাগজ

সিক্কা ৪০০

মঃ চারিশত টাকা মাত্র ইতি

খাজানা বাকীর কারণ তালুকদারের পর
ও ইজারদারের পর তলব চিটি
জমীদারের উক্তি।

।৩১৫ পত্র।

চিঠি তলব খাজানা মৌজে তাজপুর পরগণে মণ্ডলঘাট
সন ১২৩৩ সাল তারিখ ২২ ফাল্গুন

তালুকদার শ্রীবসন্তকুমার মাহাতো

আসামী জুমলা

রূপেয়া

তলবের বাকী

ওয়াশীলবাদে

সিক্কা ৮০০ আটশত তঙ্কা

মালুম করিবা তোমার মহলে তলবের মবলগ টাকা বাকী এ অতি বেজার অতএব চিটি দেখিয়া তলবের জেরা-

ক টাকা সমেত খাড়া খাড়া জমীদারী কাছারীতে পৌঁছং ইহাতে তাগিদ জানিবে ইতি।

হাওলাত

১ পেয়াদা রোজ মায় খোরাক আনা

চিঠির পৃষ্ঠে লিখিতে হয়

খাজানা বাকীর কারণ তালুকদারের প্রতি

ইস্তাহার।

মোজেষ্টর সাহেবের উক্তি।

। ২১৬ পত্র।

হুকুম ইস্তাহার।

মণ্ডলঘাট পরগণার মৌজে তাজপুর গ্রামের

তালুকদার

শ্রীবসন্তকুমার সাহাকে মালুম করিবা তোমার নামে ঐ গ্রামের জমীদার শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রায় গ্রাম মজকুরের সন ১২৩৩ সালের নাগাইদ ৩০ চৈত্রের খাজানা ৫০০ পাঁচশত টাকা বাকীর কারণ আদালত মজকুরে দরখাস্ত করিয়াছে অতএব ইস্তক ১ বৈশাখ নাগাইদ ১০ রোজ এই এক মাস মেয়াদে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে আপনি কিম্বা আপনার তরফ মোক্তার এই মেয়াদের মধ্যে কাছারী মজকুরে হাজির হইয়া উপরের লিখিত বাকীর টাকা বেবাক টাকা দাখিল করহ মেয়াদ মনকজি হইলে ১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহল মজকুর দোসরা বন্দোবস্ত হইবেক পশ্চাৎ তোমার কোন ওজর শুনা যাইবেক না সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১১ বৈশাখ।

ইস্তাহারের পৃষ্ঠে লিখিতে হয়

গ্রাম মজকুরের গোমাস্তা ও মণ্ডল ও পাইকান প্রতি— আগে তোমরা এই ইস্তাহার গ্রাম মজকুরের কাছারীতে কিম্বা সর্ব্ব দৃষ্ট জায়গায় লটকাইয়া দিবে ইতি।

১ জিম্বা রওসনখাঁ পেয়াদা।

এই ইস্তাহারের রসিদ।

গোমস্তা ও মণ্ডল ও পাইক এই তিন জনার দস্তখতি।

গোমস্তা ওয়গয়রহের উক্তি।

। ২১৭ পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত জেলা হুগলির মাজিষ্ট্রেট
সাহেব বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবারাণসী হালদার গোমস্তা ও শ্রীরামচন্দ্র দাস মণ্ডল ও শ্রীপাঁচকড়িপাইক কস্য রসিদ পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে গ্রাম মজকুরের জমীদার তালুকদারের পর খাজানা বাকীর কারণ ৮০ নং হুজুরে দরখাস্ত করিয়া ইস্তাহার মহল মজকুরে পাঠাইয়াছিলেন রসুলখাঁ পেয়াদার মারফত পাইয়া গ্রাম মজকুরের কাছারীতে লটকাইয়া দিলাম ইতি। তারিখ ২০ বৈশাখ।

তালুকদারের পর ইজারদারের পর জমীদারের কায়দা সংক্ষেপে সমাপ্ত করা গেল।

তালুকদারের কায়দারম্ভঃ।

তালুকদার বরাবর।

জরিপের আমীনের কবুলতি।

। ২১৮ পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ রায়
বাবুজী মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীরামকান্ত সরকার
সাং মজকুর

লিখিতং শ্রীরামকান্ত সরকার কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে বালিয়া পরগনার লাট কুঞ্জবনের সামিল মৌজে সেহাখালা গ্রাম মহাশয়ের তালুক গ্রাম মজকুরের জরিপের আমীনী কর্ম্মে আমাকে মোকরর করিলেন আমি

গ্রাম মজকুরে বরুওক্ত হাজির থাকিয়া সন ১১৮৩ সালের চিঠা বিমর্জ্জিম রাইয়াতী ও খামার ও চাকরাণ ও বাজে-জম ওগয়রহ দস্তবস্তী তামাম আনেতা মাফিক জরিপ করিয়া তামাম কাগজাত তৈয়ার করিয়া দিব আর কোন প্রজার সহিতে সরাবতি করিয়া কিতাভুল ও বন্দ ছাপাইয়া রাখি কিম্বা রকম তফাৎ করি তাহারকে প্রমাণ হয় তাহাতে মহাশয়ের যে লোকসান হইবেক তাহা বিনা ওজরে মহাশয়ের সরকারে সরবরাহ করিব মাহিয়ানা মায় খোরাক পোষাক সর্ব্বসুদ্ধ দিক্কা ১০ দশ টাকা করিয়া পাইব এই করারে জরিপের আমীনী কর্ম্মে মোকরর হইয়া কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৯৩ সাল তারিখ ২২

ইসাদী।

শ্রীরামজয় রায়
সাং কামরূপ

শ্রীহরিনারায়ণ সরকার
সাং মনগ্রাম

শ্রীকমলাকান্ত বসু।
সাং জোড়রাপুর

জরিপের আমীনের সনন্দ তালুকদারের উক্তিঃ।

। ২১৯ পত্র।

[illegible] সরকার সুচরিতেষু।

[illegible] বাণিজ্য লাট [illegible]বনের গা

রোসনগিরী কর্ম্মে মোকরর হইয়া কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১২ অগ্রহায়ণ

রোসনগিরির সনন্দ

২২০ পত্র ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ধাড়া সৎচরিত্রেষু ।

লিখিতং কার্য্যনঞ্চাগে আমার তালুকের মধ্যে বালিয়া পরগণার লাট কুঞ্জপুরের সামিল মৌজে সেহাখালা গ্রামের হরবিক্ত জমী পয়মাস কারণ হরিপাল সাকিনের শ্রীরামকান্ত সরকারকে মোকরর করা গেল এবং সরকার মজকুরের সহিত তোমাকে রোসনগিরী কর্ম্মে মোকরর করিলাম তুমি গ্রাম মজকুরে বরওক্ত হাজির থাকিয়া সরকার মজকুরের হুকুম মাফিক জমী পয়মাস করিবে মাহিয়ানা দরমাহা মায় খোরাক পোষাক সর্ব্বসুদ্ধা ৪ চারি টাকা পাইবে এতদর্থে রোসনগিরী কর্ম্মে মোকরর করিয়া সনন্দ দেওয়া গেল ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১২ অগ্রহায়ণ

রোসনগিরীর সনন্দ

২২১ পত্র ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ধাড়া সুচরিত্রেষু ।

লিখিতং কার্য্যনঞ্চ আগে আমার তালুকের মধ্যে বালিয়া

পরগণার লাট কুঞ্জপুরের সামিল মৌজে সেহাখালা গ্রামের ত্রৈবিক্র জমী পয়মাস কারণ হরিপাল সাকিমের শ্রীরামকান্ত সরকারকে মোকরর করা গেল এবং সরকার মজকুরের সহিত তোমাকে রোসনগিরী কর্ম্মে মোকরর করিলাম তুমি গ্রাম মজকুরে বরওক্ত হাজির থাকিয়া সরকার মজকুরের হুকুম মাফিক জমী পয়মাস করিবে মাহিয়ানা দরমাহ মায় খোরাক পোষাক সর্ব্বমুদ্রা ৪ চারিটাকা পাইবে এতদর্থে রোসনগিরী কর্ম্মে মোকরর করিয়া সনন্দ দেওয়া গেল ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১৫ অগ্রহায়ণ

তালুকদারের চিটি গোমস্তা ও প্রজা বরাবর
পর আমীনের নিকট হাজির থাকিয়া
জমী পয়মাস করিয়া দেহ।

।। [illegible] পত্র ।।

মালিক্যা পরগণার মৌজে সেহাখালা গ্রামের গোমস্তা ও মুৎসদ্দি ও পাইকান ও প্রজাহায় মালুম করিবা হরিপাল সাকিমের শ্রীরামকান্ত সরকারকে গ্রাম মজকুরের ত্রৈবিক্র জমী পয়মাস কারণ আমীনী কর্ম্মে মোকরর করা গেল তোমরা ইহার নিকট হাজির থাকিয়া তালুকা মাফিক ১১৮৩ সালের চিটি বিসর্জ্জিম রাইয়তি ও খামার ও চাকরাণ ও লাখেরাজ ওগয়রহ তামাম জমী খুঁজিয়া ওয়াকই জরিপ করাইয়া দেওয়াইবে ইহাতে তফাইত না হয় জানিবে ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১৫ মাঘ

তালুকদার বরাবর

বর গোরধান্য ও হৈমন্তিক ধান্য কুতের আমীনের কবুলতির সেরেস্তা।

আমীনের উক্তি।

২২৩ পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চৌধুরী জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীসাক্ষিরাম পালিত সাং চাকদহ

লিখিতং শ্রীসাক্ষিরাম পালিত কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে মফস্বলাই পরগণার লোকে জগজ্জীবনপুর গ্রাম মহাশয়ের তালুক ঐ গ্রামের হৈমন্তিক ধান্য ও আশিরি দরুণ গোরধান্য কুতের আমিনীগিরি কর্ম্মে আমাকে মোকরর করিলেন আমি গ্রাম মজকুরে সরজমিনে হাজির থাকিয়া সরেজমীনে গিয়া প্রত্যেক রকমের মালিক জমীর চিহ্ন করিয়া কিত্তাওয়ারি তাহাতে ধান্য শ্রীশ্রীপ্রমাণ কুত করিব তাহাতে অন্যথা হইবেক নাই আর যদ্যপি প্রজার সহিত যোগ করিয়া ধান্য কুতের তফাৎ করি তদারকে প্রমাণ হয় তাহাতে মহাশয়ের যে লোকসান হইবেক তাহা বিনা ওজরে নিজ আদায়ে মহাশয়ের সরকারে সরবরাহ করিব মাহিয়ানা দরমাহা মায় খোরাক পোষাক সর্ব্বশুদ্ধা ১০ টাকা পাইবে এই করারে কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১২ কার্ত্তিক।

ইসাদী

শ্রীরামরাম কর সাং শান্তিপুর

শ্রীরাজীবলোচন দত্ত সাং ইলশরা

শ্রীরামগোপাল দত্ত সাং হাটসিমুল

ধান্যকুত আমীনের সনন্দ

তালুকদারের উক্তি।

২২৪ পত্র।

জরিপের আমীনের যে প্রকার নকশা লেখা গিয়াছে সেই মত লিখিবেক।

প্রত্যেক এই আমী জরিপ করিবে ইহা না লিখিয়া কৈফিয়ৎ খানা, জ বোরখানা কুতের আমীনী কর্ম্মে নোকরর করা গেল এই প্রকার লিখিয়া আর ঐ মত সব লিখিবেক।

অপর ও প্রজার পর খোলাসা লিখন যেমত জরিপের ... লিখা গিয়াছে সেই মত লিখিবেক প্রত্যেক এক আমীনের নিকট হাজির থাকিতে জারপ করিবেক ইহা না লিখিয়া লিখিবেক আমীনের নিকট হাজির থাকিয়া শ্রীশ্রী প্রমাখানা কুত করিয়া দিবে ইতি।

তালুকদারের নিকট গোমস্তার কবুলতি লিখিবার ধারা।

গোমস্তার উক্তি।

২২৫ পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে বালিয়া পরগণার মৌজে খিদিরপুর গ্রাম মহাশয়ের তালুক ঐগ্রামের গোমস্তাগিরি যেমতে জনাই সাকিমের শ্রীরামরতন বসুকে মালজামিন দিয়া আমি নোকরর হইলাম ক্রমে মফঃস্বলে বরওক্ত হাজির থাকিয়া জরজুমাবাদ করাইব এবং খাজানা ওওক্তা বুঝাইয়া দিয়া

করিব তাহাতে কোন মতে গাফিলি করিব নাই যদ্যপি আমার গাফিলিতে এবং প্রজার সহিত সাজোস করিয়া কম তহশীল করি তাহাতে মহাশয়ের যে লোকসান হইবেক এবং খাজানার টাকা তছরূপ করি তাহা বিনা ওজরে নিজ দায়ে মহাশয়ের সরকারে সরবরাহ করিব আর যদ্যপি গ্রাম মজকুরে কোন খারাপি লোক থাকে তাহার তদারক করিয়া দারোগার জিম্মা করিয়া দিব এবং গ্রামের চুরি ডাকাইতী হয় তাহাতে যে মোকদ্দমা হইবেক তাহা আমার জিম্মা মহাশয়ের সহিত কোন এলাকা নাই আর হুজুর হইতে যখন যে হুকুম হাজের হইবেক তাহা আমলে আনিব আর গ্রাম মজকুরের জমী অন্য তালুকদার বেদখল করে তাহার সহিত মোকদ্দমা করিতে হয় তাহাতে আদালতে মাবেতা মাফিক কাগজাত দাখিল করিব মাহিয়ানা দরমাহ মায় খোরাক পোষাক সর্বশুদ্ধা ৩ টাকা করিয়া পাইব আর সাদা ও রোশনাই ওগয়রহ ও কাছারীর সরঞ্জাম সরকার হইতে পাইব এই করারে কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১০ জৈষ্ঠ।

ইসাদী

শ্রীঘনেশ্যাম রায় — সাং রাণাঘাট

শ্রীরামদাস বসু — সাং হাবিবপুর

গোমস্তার সনন্দ।

তালুকদারের উক্তি।

॥ ২২৬ পত্র ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ সুচরিতেষু।

লিখিতং কার্য্যনঞ্চাগে বাজিয়া পরগণার মৌজে গিরিন্দ্রপুর গ্রাম আমার তালুক ঐ গ্রামের গোমস্তাগিরি বেদখলে তোমাকে মোকরর করা গেল তুমি গ্রাম মজকুরে বরতক্তে হাজির থাকিয়া তজ্জুদাবাদ করাইবে একং প্রজা সুত্তে খাজানা আদায় করিবে তাহাকে কোন মতে গাফিলি করিবে নাই যদ্যপি তোমার গাফিলিতে এবং প্রজার নহিক্ত বাকোস করিয়া তন তহশীল করহ তাহাতে আমার যে লোকসান হইবেক এবং খাজানার টাকা তছরুফাত করহ তাহা দেনা একবে নিজ আদায়ে আমার সরকারে সরবরাহ করিবে আর যদ্যপি গ্রাম মজকুরের জমী অন্য তালুকদার বেদখল করে তাহার নামে আদালতে নালিশ করিতে হয় তাহাতে আবেতা মাফিক তোমাকে কাগজাত দাখিল করিতে হইবেক মাহিয়ানা দরমাহা মায় খোরাক পোষাক নক্তমুদ্রা তিন টাকা করিয়া পাইবে খাদা ও রোশনাই একবারহ ও কাছারীর সরঞ্জাম সরকার হইতে পাইবে আর তোমার মালজামিন জনাই লাকিমের শ্রীরামরতন বসুকে লইলাম ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১৫ জ্যৈষ্ঠ

গোমস্তার মালজামিনী লেখা পড়ার ধারা।

জামিনদারের উক্তি।

১২৭ পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

মহাশয় বরাবরেষু।

মহাশয়ের তালুক ঐ গ্রাম মজকুরের খাজানা তহশীলের কারণ পাইক কর্ম্মে গ্রাম মজকুরের শ্রীরামহরি মাইতিকে জামিনি দিয়া মোকরর হইলাম মহাশয়ের তরফ গোমস্তার নিকট বরওয়াক্ত হাজির থাকিয়া তাঁহার হুকুম মাফিক খা-জানা তহশীল করিব তাহাতে গাফিলি করিব নাই যদ্যপি খাজানা তহশীলে গাফিলি হয় এবং প্রজার সহিত সাজস করিয়া কম তহশীল করি এবং খাজানা তহবিলাত করি তদা ... প্রমাণ হয় তাহা দিয়া এজরে নিজ আমানতে মহাশয়ের সরকারে দাখিল করিব নাহিয়ানা সাতিয়ানা ও বিনা হুকুমে দাদোল করিয়া ভোগ দখল করিব এই করারে পাইকি কর্ম্মে মোকরর হইয়া কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ২৭ জ্যৈষ্ঠ

শ্রীপাঁচকড়ি দাড়া। ইসাদী। শ্রীশান্তিরাম পাড়েল

সাং নিজগ্রাম সাং নিজগ্রাম

পাইকের সনন্দ লিখিবার ধারা।

তালুকদারের উক্তি।

॥ ২২৯ পত্র ॥

শ্রীরামপ্রসাদ দাড়া সুচরিতেষু।

লিখিতং কার্য্যনঞ্চাগে বালিয়া পরগণার মৌজে খিদির পুর গ্রাম আমার তালুক ঐ গ্রাম মজকুরের খাজানা তহ-শীলের কারণ পাইকি কর্ম্মে তোমাকে মোকরর করা গেল তুমি গ্রাম মজকুরের গোমস্তার নিকট হাজির থাকিয়া তা-

হারহুকুম মাফিক খাজানা আদায় করিবে তাহাকে গাফি-লি করিবে, যদ্যপি খাজানা তহশীলে গাফিলি করহ তাহাতে আমার যে লোকসান হইবেক এবং খাজানার টাকা যদ্যপি তছরূপাত করহ তাহা বিনা ওজরে নিজ আদায়ে আমার সরকারে দাখিল করিতে হইবেক আর তোমার মাসহারা মিন শুমারকসুরের বাবত আইনিকে লওয়া দেন মাহিয়ানা মাসিয়ানা ১০ বিঘা জমী তসরু-ফাত করিয়া ভোগ দখল করিবে ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ২৫ জ্যৈষ্ঠ।

মোকরারী ইজারা বিলী যেমত লিখা গিয়াছে
সেই মত পাইকের মালজামিনী
লিখিবেক।

প্রজার খাজানার দাখিলা লিখিবার ধারা।
। ২৫ পত্র।

ওয়াশীল রুপেয়া মৌজে খিদিরপুর পরগণে
বালিয়া সন ১২৩৩ সাল
প্রজা শ্রীশক্তিরাম বেহেরা

আসামী	জুমলা
	রুপেয়া
২১ শ্রাবণ	
ওঃ রামপ্রসাদ পাইক	
নিকাশ	৮ আট তঙ্কা
	রাজ ইতি।

আউয়াল	৩/	৩/	১২
সালি	০	০	৫
আউয়াল	১/	২॥০	২॥০
	৭/৪		২১॥০

মং সাত বিঘা চারি কাঠা জমীর কাত জমা একুশ টাকা আট আনা মাফিক কিস্তীবন্দী সনং মালগুজারী করিব ইতি।

জের ২১॥

আয় কিস্তীবন্দী

বৈশাখ	১ ।	জের	১৩॥০
জ্যৈষ্ঠ	১ ।	কার্ত্তিক	১
আষাঢ়	২ ।	অগ্রহায়ণ	১॥০
শ্রাবণ	২ ।	পৌষ	১॥০
ভাদ্র	৩॥০ ।	মাঘ	৩
আশ্বিন	৩॥০ ।	ফাল্গুন	১॥০
	১৩ ।		৮॥০

[২১॥০ মং

একুশ টাকা আট আনা ইতি

ইসাদী

শ্রীপাঁচকড়ি পাইক সাং বৃন্দাবনপুর

শ্রীপেলারাম সরকার সাং হরিপুর

শ্রীরামতনু রায় সাং সমসপুর

প্রজার পাট্টা

॥ ২৩২ পত্র ॥

করার পাট্টা জমী জমা মৌজে বৃন্দাবনপুর পরগণে মণ্ড

প্রতি আগে তোমার মহলে নাং মাঘ মবলগ টাকা বাকী এ অতি বেজায় অতএব লেখা যায় রাত্রি দিন সমান করিয়া খাজানা তহশীল করিয়া বাজার কাছারিতে চালান করহ ইহাতে তাগাদী জানিবে ইতি।

কলিকাতা শহরের

নিকটস্থ সকল গ্রামের এবং

শহরের ভিতর বাটী ভাড়ার কবুলতি

লিখিবার ধারা।

প্রজার উক্তিঃ।

।। ২৫৫ পত্র ।।

মহামহিম শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত সরকার

বাবুজী মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীরামহরি মালাকার কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে ডিহি পঞ্চানগ্রামের শামিল মৌজে ভবানীপুরের মধ্যে গোভানি সেখের দং মহাশয়ের খরিদ, মধ্যে পার পুর্ব্বধারে /১ কাঠা জমী বসবাস করিবার কারণ মহাশয় ইহার মাটিভাড়া জমা করিয়াছি ১ এক টাকার হিসাবে মাসিয়ানা সিক্কা বারটাকা মাসে মাসে মহাশয়ের নিকট দাখিলগুজারী করিয়া হাপরাদি বানাইয়া বসবাস করিব এই করারে পাট্টা লইয়া কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১২ আষাঢ়।

ইসাদী

শ্রীরামরাম ঘোষ — শ্রীশ্রীহরি দে

সাং কিরাটি — সাং শালিক্যা

ঐ মাটিভাড়া জমীর পাট্টা লিখিবার ধারা।

জমীদারের উক্তি।

যাহা ২৫ টাকা মহাশয়ের সরকারে মাসং সরবরাহ করিব আর এই মেয়াদের মধ্যে যদ্যপি বসবাস না করিয়া উঠিয়া যাই তবে এই এক বৎসর মুদ্দতের ভাড়া বেবাক হিসাব করিয়া দিয়া উঠিয়া যাইব এই করারে ভাড়া জমার কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি সন১২৩৩ সাল ১আষাঢ় ইং১৮২৬ সাল ১৪ জুন

ইসাদী

শ্রীরামজয় সরকার শ্রীহরিনাথ সেন

সাং লালবাজার সাং রাধাবাজার

বাটী ভাড়ার দর্খাস্ত লিখিবার ধারা।

বাটীওয়ালার উক্তি।

২৩ পত্র।

শ্রীহরেকৃষ্ণ বাগচী সুচরিত্রেষু।

শ্রীরাধাশ্যাম ঘোষ

দর্খাস্ত পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে সরহ কলিকাতার মধ্যে লালবাজারে আমার ১৬ নম্বরের বাটী ইং সন মজকুরের ১ আষাঢ় লাং সন ১২৩৪ সালের ইজ্যৈষ্ঠ এই এক বৎসর মেয়াদে তোমাকে বসবাস করিতে দিলাম ইহার ভাড়া দরমাহা ২৫ টাকা করিয়া আমার সরকারে মাসং সরবরাহ করিবে আর এই মেয়াদের মধ্যে বসবাস না করিয়া উঠিয়া যাও তবে এই মুদ্দতের ভাড়া বেবাক হিসাব করিয়া দিয়া উঠিয়া যাইবে এই করারে ভাড়া জমার কবুলতি লইয়া দর্খাস্ত দেওয়া গেল ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১ আষাঢ় ইং সন ১৮২৬ সাল

নিরিকবেশী জমার কবুলতি লিখিবার ধারা।

তোমার ২৫ বিঘা জমীর কাত ৫০ টাকা জমা আছে আর হাল বেশী ১০ টাকা একুনে ৬০ টাকা মাফিক কিস্তীবন্দী সনং আমার সরকারে মালগুজারী করিবে হাজা শুকা পতিতের কোন ওজর শুনা যাইবেক নাই আর ইয়াতেমিরে এই জমায় কেহ বেশী করে তাহা কবুল করিবে কবুল না কর আমি আপন এক্তিয়ারে অন্য জমা লোকরা প্রজাকে বন্দোবস্ত করিব তাহাতে তোমার কোন আপত্তি নাই এতদর্থে কবুলতি লইয়া পাট্টা দেওয়া গেল ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ২২ জৈষ্ঠ।

কেবল জমা	৬০

আয় কিস্তীবন্দী

মাস	টাকা
বৈশাখ	৪
জৈষ্ঠ	৬
আষাঢ়	৭
শ্রাবণ	৮
ভাদ্র	৮
আশ্বিন	৭
কার্ত্তিক	৩
অগ্রহায়ণ	৩
পৌষ	৪
মাঘ	৫
ফাল্গুন	৫
	৬০

৬০ অঃ বাটি জমা মাফিক কিস্তী-
বন্দী মালগুজারী করিবে।
জমা নিঃস্বত্ব [illegible] ইস্তাহার
[illegible] শাখা।

জ্ঞানকৌমুদী।

জমীদারের উক্তি।

২৪১ পত্র।

হুকুম ইস্তাহার মজকুর জমীদার।

[illegible]

বালিয়া পরগণার মুচকন্দপুর সাকিনের শ্রীনরহরি দাস মালুম করিবা বালিয়া পরগণার মৌজে রামনগর আমার তালুক ঐ গ্রাম মজকুরের মধ্যে তোমার ১০ বিঘা জমীর কাত জমা ১৩ টাকা আছে অতি কম দস্তুর কম জমাই একারণ সন ১৯ সনের ৫ আইনের ৭ ধারার হুকুমানুসারে ২৫ টাকা জমা নির্দ্ধার্য্য করিয়া ইং ২ বৈশাখের লাগাএৎ ২৬ রোজ এই পনরো রোজ মেয়াদে ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে তুমি মেয়াদ মধ্যে জমীদারী কাছারীতে হাজির হইয়া আপন জমী জমার কবুলতি দাখিল করিয়া পাট্টা লইবে মেয়াদ গুজরাণ হইলে তোমরা বন্দোবস্ত করা যাইবেক পশ্চাৎ তোমার কোন ওজর শুনা যাইবেক নাই ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ২ বৈশাখ।

ইসাদী

শ্রীরামকান্ত পাইন
সাং নিজগ্রাম

শ্রীকাশীনাথ মিত্র
সাং হরিপুর

শ্রীভগীরথ রায়
সাং আদিপুর

উ, ২, ৮,

গোমস্তার পর উক্ত পুণ্যাহের চিটি
জমীদারের উক্তি।

তালুকদারের পক্ষে যেমত পাঠাপাঠ লেখা
গিয়াছে সেই মাফিক লিখিবেক।

লাখেরাজ জমীর ফসলছাড়ি লিখিবার ধারা।
তালুকদারের উক্তি।

॥ ২৪২ পত্র ॥

জাহানাবাদ পরগণার মৌজে সাদিপুর গ্রামের
কর্ম্মচারী শ্রীকেবলরাম জানা সুচরিতেষু।

লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে ঐ পরগণার মৌজে কেনারামপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত নিধিরাম ভট্টাচার্য্য এখানে আসিয়া দরখাস্ত করিলেন যে গ্রাম মজকুরে আমার পৈতৃক ব্রহ্মত্র জমী ২/ বিঘা আছে তাহা মহাশয়ের গোমস্তা মালের ওরকে দিয়া আটক করিয়াছেন অতএব ঐ ভট্টাচার্য্যের দ-খিল দস্তাবেজ তলব করিয়া জনারকের দ্বারায় বহু কালের ভোগ দখলির ব্রহ্মত্র জমী প্রমাণ হইল অতএব লেখা যায় ভট্টাচার্য্যের ফসল আটক করিয়া থাক ছাড়িয়া দিবে সর-কারে আটক নাই ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ৫ই পৌষ।

নাতোয়ান প্রজার মালগুজারী গুজরাই গে মহাজন
করে তাহাকে ফসল ছাড়ি দেওনের
মেরেস্তা।

॥ ২৪৩ পত্র ॥

শ্রীশ্রী... পোদ্দার সুচরিতেষু।

কবলছাড়ি পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে হাবিলি গৌড়ে নন্দিপুর আমার তালুক ঐ গ্রামের ঘরগা প্রজা শ্রীল ক্ষণ মাইতি হরবিক্র জমার মালগুজারী সরবরাহ কারণ তোমাকে মহাজন করিলেক কিং সরকারের হিসাবকাই যত টাকা মালগুজারীর পাওনা হইবেক ইং জ্যৈষ্ঠ লাগাইত ২৭ পৌষ বেবাক টাকা তুমি নিজে হইতে সরবরাহ করিয়া মাইতি মজকুরের হরিএক দফায় ফসল হইতে আদায় করিয়া লইবে সরকারে কোন আটক নাই এতদর্থে কবলছাড়ি দেওয়া গেল ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ২ জৈষ্ঠ।

প্রকার তাগাবি খত লিখিবার ধারা।

প্রজার উক্তি।

॥ ২৪৪ পত্র ॥

মহামহিম শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র রায়
বাবুজী মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীপঞ্চানন ঘোষ কস্য তাগাবি খত পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে আউসাজা কাশীপুর মহাশয়ের তালুক ঐ গ্রামের প্রজা আমি আওলাদ নিকস্ত প্রযুক্ত জমী আবাদ করণ কারণ মহাশয়ের গোমস্তা শ্রীরামমোহন ঘোষালের তহবিল হইতে নগদ সিক্কা ৪ টাকা তাগাবি কর্জ্জ লইলাম সন মজকুরের আখিরিতে মাফিক দস্তুর সুদ মুদ্দা বেবাক টাকা দিব এতদর্থে আপন খুসিতে তাগাবি কর্জ্জ লইয়া খত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৩ সাল তারিখ ১১ জৈষ্ঠ।

ইসাদী

শ্রীদয়ারাম পাইক সাং কাশীপুর — শ্রীভিমবাড়ি বাগদী সাং পঞ্চভবি

নং ২২৩

দান পত্র লিখিবার ধারা।

দাতব্য ব্যক্তির উক্তি।

॥ ২৪৭ ॥

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বসু
সাং পাঁচথুপী

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়
শ্রীচরণ যুগলেষু।

লিখিতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বসু কস্য মহত্রাণ জমী দানপত্র মিদং সন ১২৬৩ সালাব্দে লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে পরগণে বীরভূম মৌজে সোণামুখী গ্রামের দক্ষিণ মাঠে আমার পৈতৃক মহত্রাণ একবন্দ শালীজমী ৫।৴ পাঁচ বিঘা সাত কাঠা আছে ইহার চৌহদ্দি সনাতন রায়ের মালের জমীর পশ্চিম দক্ষিণ গোপীনাথ মিত্রের জোতের পূর্ব্ব পরাণ পাড়ের চাকরাণ জমীর উত্তর এই চৌহদ্দির মধ্যে উপরের লিখিত জমী মজকুর আমি আপন স্বেচ্ছা পূর্ব্বকে সুস্থ শরীরে আ-হ্লাদ পূর্ব্বকে নায় দলিল দস্তাবেজ আমার শ্রীশ্রী স্বর্গার্থে মহাশয়কে দান করিলাম আমার দখলি প্রমাণ জমী মজ-কুর মহাশয় আপনি দখল করতে জানিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে রহ জমী মজকুরায় আমি নিঃস্বত্ব হইলাম মহাশয় দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইলেন কস্মিনকালে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসান কেহ কখন দাওয়া করি কিম্বা করে সে ঝুটা ও বাতিল এবং শ্রীশ্রী নিকটে পাতক এতদর্থে আপন খুসিতে জমী মজকুর মহাশয়কে দান স্বরূপ দানপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৬৩ সাল তারিখ ১১ বৈশাখ।

শ্রীনীলকমল ঘোষ সাং নারিকেলমূলা — সাক্ষী — শ্রীভৈরবচন্দ্র রায় সাং হাটখোলা

শ্রীলালচাঁদ ঘোষ

সাং রাণাঘাট

তমঃসুক লিখিবার ধারা।

খাতকের উক্তিঃ।

২৪৯ পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত লালবেহারি চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীহরিচরণ দাস কৈবর্ত্ত কস্য কর্জ্জ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের স্থানে নগদ মোক সিক্কা ২৭ সাতাইশ টাকা কর্জ্জ লইলাম ইহার সুদ কিঃ শতে ১ হিসাবে মাসিক দিব টাকার সন ১২৩৮ সালের ৮ কার্ত্তিক মাঃ সমুদ বেবাক টাকা পরিশোধ করিব এই করারে আপন খুসিতে নগদ টাকা দস্তবদস্ত লইয়া তমঃসুক লিখিয়া দিলাম ইতি

ইসাদী।

শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষ — শ্রীহরেকৃষ্ণ ঘোষাল

সাং শ্রীরামপুর — সাং ধন্যাখালি

শ্রীকমল চক্রিয়ে

সাং সোমপুর

লিখিতং শ্রীহরিচরণ দাস কৈবর্ত্ত কস্য রসিদ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে উপরের লিখিত তমঃসুকে সিক্কা ২৭ সাতাইশ টাকা দস্তবদস্ত বেবাক পাইয়া রসিদ লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ৮ কার্ত্তিক।

শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ — ইসাদী — শ্রীহরেকৃষ্ণ ঘোষাল

সাং শ্রীরামপুর — সাং ধন্যাখালি

শ্রীলালবেহারি চট্টোপাধ্যায়
সাং কুড়িকলা খাড়া

শ্রীরামহরি দে

সাং গৌরপুর

সন ১২৭৬ সাল তারিখ ৯ কার্ত্তিক

কর্জ্জা টাকার রসিদ।

২৩১ পত্র।

বণিক কপোর্দ্দা সাধুকে কর্জ্জা।

সন ১২৭৮ সাল তারিখ ২ পৌষ

আসামী স্বঃ

পরগণে কাগুরহাটি সাং বন্যাবাটি।

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস

সাং গোন্দ

কর্জ্জ আদায়

নগদ সিক্কা ৮ টাকা

বক্রী তঙ্কা ২ কাক ১৫ টাকা

সং কুড়ি তঙ্কা মাত্র ইতি।

কর্জ্জা টাকার কিস্তীবন্দী লিখিবার ধারা।

খাতকের উক্তি।

২৩০ পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়।

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরাণ কস্য কিস্তীবন্দী পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের নিকট সন ১২৩৩ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ তারিখে এক কেতা তমঃসুক দিয়া ৪১ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম ইহার সুদ হিসাবকুই ৬।০ টাকা একুনে ৪৭।০ সাতচল্লিশ টাকা আট আনা মহাশয়ের দেনা হইলাম আমি একণে আড়ঙ্গ্যাল লিকন্ধ কারণ যাস সুদ দেনাক

আমার পাওনা এহার অন্দরে বাদ বিয়াতি ৫ টাকা বাকী ৩৪ চৌত্রিশ টাকা বেবাক পাইলাম আর ঐ টাকার তমস্সুক আমার নিকট ছিল তাহা ফেরৎ দিয়াছি পশ্চাৎ যদ্যপি আমি কিম্বা আমার ওয়ারিশান ঐ তমস্সুক বাবুদী টাকার দাবী করি কিম্বা করে সে নামঞ্জুর এতদর্থে ফারখত লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩১ সাল তারিখ ৫ আশ্বিন।

ইসাদী

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ — সাং হরিপাল

শ্রীরামমোহন সরকার — সাং রামপুর

শ্রীশ্যামানন্দ আচার্য্য

সাং হরিপাল

ষ্ট্যাম্প কাগজের মূল্যের আইন

তমঃসুক ও কিস্তীবন্দী খরিজকি করালা ওগয়রহ দলিল দস্তাবেজ লেখাপড়া হইবেক তাহার ষ্ট্যাম্প কাগজের আইন তমঃসুক ওগয়রহ টাকা ষ্ট্যাম্প কাগজের মূল্য

টাকা	মূল্য
১। ২৫ পাঁচশটাকা	।৵
২৬। ৫০ পঞ্চাশটাকা	।০
৫১। ১০০ একশত টাকা	।।০
১০১। ২০০ দুইশত টাকা	১
২০১। ৩০০ তিনশত টাকা	২
৪০১। ৫০০ পাঁচশত টাকা	৪
৫০১। ১০০০ একহাজার টাকা	৬
১০০১। ২০০০ দুইহাজার টাকা	১০
২০০১। ৫০০০ পাঁচহাজার টাকা	১৬
৫০০১। ১০০০০ দশহাজার টাকা	[illegible]
১০০০১। ২০০০০ কুড়িহাজার টাকা	৪০
২০০০১। ৩০০০০ ত্রিশহাজার টাকা	৫০